নফল নামায কারণবশত অথবা বিনা কারণেও বসিয়া পড়া চলিবে। কারণবশত নফল নামায বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার সমান সওয়াব পাইবে। কিন্তু বিনা কারণে বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

৩। কেরাআত বা কোরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করা– প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর কোরআনের যেকোন আয়াত বা সূরা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ফরয নামায তিন রাকআত হইলে তৃতীয় রাকআতে এবং চারি রাকআত হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতেহার পর আর কোন আয়াত বা সূরা পড়িতে হইবে না।

৪। রুকু করা– অর্থাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়া। দুই হাতের তালু উভয় হাঁটুর উপরে রাখিয়া সম্মুখের দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়া পড়া যাহাতে কোমর, পিঠ ও মাথা সমানভাবে স্থাপিত হয়।

৫। সেজদা করা– নাক ও কপাল দ্বারা ভূমি স্পর্শ করা।

৬। শেষ বৈঠক– যে বৈঠকের পর সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করা হয় তাহাকে শেষ বৈঠক বলে।

৭। নামাযের সপ্তম ফরয হইতেছে নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ করা। যেমন– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া ডানে বামে মুখ ফিরাইয়া নামায শেষ করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

(১) প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা; (২) ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং সুন্নত, ওয়াজিব ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতেহার সহিত অন্য কোন সূরা বা আয়াত পড়া ; (৩) নামাযের কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। যথা– আগে কেয়াম, তারপর রুকু ও সেজদা ইত্যাদি ; (৪) নামাযের ফরযগুলি সুষ্ঠুভাবে আদায় করা ; (৫) দুই রোকনের মধ্যে এক তসবীহ পরিমাণ অবকাশ নেওয়া ; (৬) উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ; (৭) সালামের সাথে নামায শেষ করা ; (৮) বেতের নামাযে শেষ রাকাআতে রুকুর আগে দোআ কুনুত পাঠ করা ; (৯) ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা ; (১০) যেখানে কেরাআত উচ্চ স্বরে পাঠ করার বিধান সেখানে উচ্চ স্বরে এবং যেখানে চুপে চুপে পাঠ করার বিধান সেখানে চুপে চুপে পাঠ করা।

নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণ

(১) নামাযের মধ্যে ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কথা বলিলে, সজ্ঞানে সালাম কলিলে, হাঁচির জবাব দিলে, কারণ ব্যতীত কাশি দিলে, শুভ সংবাদে মারহাবা এবং

দুঃসংবাদে ইন্না লিল্লাহ বলিলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। (২) পীড়িত অবস্থায় নামাযের মধ্যে ব্যথা বেদনার কারণে উহ-আহ করিলে, চীৎকার করিয়া কাঁদিলে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে নীরবে রোদন করিলে কোন ক্ষতি নাই ; (৩) আরকান-আহকাম যথারীতি আদায় না করিলে ; (৪) নেশা করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় নামায পড়িলে ; (৫) নামাযে কোরআন দেখিয়া পড়িলে ; (৬) নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও লোকমা দিলে এবং ইমাম নিজ মোক্তাদী ব্যতীত অন্য কাহারো লোকমা গ্রহণ করিলে ; (৭) নামাযে সাংসারিক কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে ; (৮) অপবিত্র স্থানে সেজদা করিলে ; (৯) আমলে কাসীর করিলে অর্থাৎ, যে কার্য করিলে নামায পড়িতেছে না বুঝা যায়; (১০) নামাযে পান ভোজন করিলে; (১১) নামাযে মোক্তাদী ইমামের অগ্রে দাঁড়াইলে ; (১২) নামাযে শিশুকে কোলে লইলে বা হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া দিলে।

নামায পড়িবার নিয়ম

আল্লাহ তাআলা পাক। তাঁহার বন্দেগী করিতে পাক পবিত্র থাকা অত্যাবশ্যক। তাই নামায আদায় করিতে প্রয়োজনে গোসল ও অযু করা ফরয এবং শরীর, কাপড় ও স্থান পাক থাকিতে হইবে। নামায শুরু করিবার পূর্বে সাংসারিক সকল চিন্তা-ভাবনা ভুলিয়া অত্যন্ত সরল প্রাণে, এক মনে এক ধ্যানে একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দিকে দেল রুজু করিবে এবং কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর সেজদার জায়গায় দৃষ্টি স্থাপন করত আল্লাহ তাআলাকে হাজের-নাজের জানিয়া উভয় হস্ত ঝুলাইয়া "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু" পাঠ করিবে। ইহার পর নিয়ত করিয়া তাকবীর অর্থাৎ "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কর্ণমূল স্পর্শ করিয়া নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করিয়া তাহরীমা বাঁধিবে। মেয়েলোকেরা উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাইয়া ঐ করমেই বুকের উপর বাঁধিবে। তারপর চুপে চুপে সানা পাঠ করিয়া 'আউযু বিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করত 'সূরা ফাতেহা' (আলহামদু লিল্লাহ) পড়িয়া আমীন বলিবে এবং পরে বিসমিল্লাহর সহিত অন্য একটি সূরা পড়িবে। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া রুকু করিবে এবং জানুদ্বয়ের উপর উভয় হস্তের তালু স্থাপন করত অঙ্গুলিসমূহ পৃথক রাখিয়া পিঠ ও মাথা এক সমান উঁচু রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিবে। রুকুতে যাইয়া ৩, ৫ কি ৭ বার রুকুর নির্ধারিত তসবীহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলিবে। তারপর তাসমী অর্থাৎ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে। মোক্তাদীগণ 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিয়া ইমামের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইবে। ইহার পর আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে সেজদায় যাইবে। সেজদার সময় প্রথমে হাঁটুদ্বয়, তৎপর হস্তদ্বয়, তারপর নাক, অতঃপর কপাল ভূমিতে স্থাপন করিবে এবং

নাসিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হস্তদ্বয় কেবলামুখী করিয়া কানের নিকটে রাখিবে। সেজদায় যাইয়া তিন, পাঁচ বা সাত বার নির্ধারিত তসবীহ সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িবে। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া মাথা তুলিবে এবং ডান পা খাড়া করিয়া বাম পায়ের উপর ভর করিয়া বসিবে। স্ত্রীলোক উভয় পা ডান দিকে বাহির করিয়া বসিবে। এ সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি হাঁটুর উপর কাবা শরীফমুখী করিয়া রাখিবে এবং দৃষ্টি কোলের দিকে রাখিবে। ইহার পরে আবার আল্লাহু আকবার বলিয়া পুনরায় সেজদায় যাইয়া আগের মত তসবীহ পাঠ করিবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে। এভাবে এক রাকআত নামায শেষ হইল।

দ্বিতীয় রাকআতে, তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ)-এর পর আল-হামদুর সহিত অন্য সূরা পড়িয়া রুকু, সেজদা ইত্যাদি শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় বসিবে। অঙ্গুলিসমূহ কাবামুখী করিয়া দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখিবে এবং ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া উহার উপর বসিবে। 'তাশাহহুদ' 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পড়িয়া প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। এইভাবে দুই রাকআত নামায শেষ হইল।

তিন বা চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের শেষে বৈঠকে শুধু 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উঠিয়া পূর্বের ন্যায় সূরা ফাতেহা 'রুকু 'সেজদা' করিয়া বসিবে। তৎপর 'আত্তাহিয়্যাতু', 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। এরূপে তিন রাকআত নামায হইল।

চারি রাকআতবিশিষ্ট সুন্নত নামাযে দুই রাকআতের বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করিয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া দাঁড়াইবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করিবে।

চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায হইলে দুই রাকআতের বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করিয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইবে। তৎপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া রুকু-সেজদা করিয়া শেষ বৈঠক করিবে এবং 'তাশাহহুদ', 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পাঠ করত সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

সুন্নত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকআতে এবং ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার পর কোরআন শরীফের যেকোন সূরা বা আয়াত পড়িতে হইবে। রুকু, সেজদা, তসবীহ ও বৈঠক সমস্তই ফরয নামাযের ন্যায় করিতে হইবে। নামায শেষে সালামের পর দুই হাত উঠাইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে আল্লাহর দরারে মোনাজাত করিবে।

পুরুষদের নামায পড়ার নিয়ম

নামায শুরু করার পূর্বের নিয়ম

মাসআলা ঃ ১। প্রথমে কিলাবমুখী হতে হবে। (শামী ১/৪২৭, আলমগীরী ১/৬৩)

মাসআলা ঃ ২। সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং দৃষ্টি সেজদার জায়গায় থাকবে। গর্দান সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখবে। থুতনীকে সীনার সাথে মিলিয়ে রাখা মাকরূহ। নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। (আহ্সানুল ফাতওয়া ২/২৯৭)
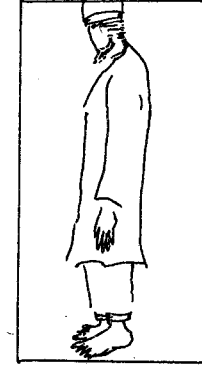
নামাযে দাড়ানোর চিত্র

মাসআলা ঃ ৩। পা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে। পা সোজা থাকা চাই, পা বাম বা ডান দিকে বাঁকা করে রেখে দাঁড়ানো সুন্নাতের খেলাফ হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪১)
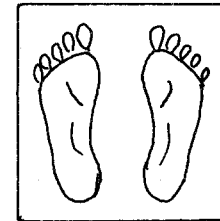
নামাযে পা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৪। উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। সামনে পেছনে সমান ফাঁক রাখবে যাতে পা সোজা এবং কিবলামুখী হয়। (তাহতাবী ১/৪৩)
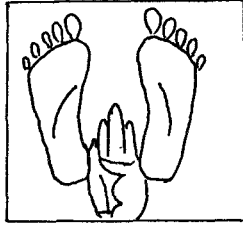
পায়ের মাঝ খানে ৪ আঙ্গুল ফাকা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৫। যখনই জামাআতে নামায পড়বে তখন কাতার সোজা হওয়া প্রয়োজন, কাতার সোজা করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকে নিজ নিজ পায়ের গোড়ালীর শেষ মাথা বরাবর রাখবে।
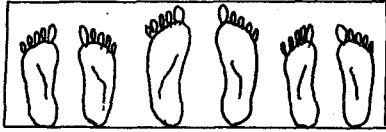
নামাযে সবার পা সমান রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৬। জামাআতের সময় লক্ষ্য রাখবে যেন ডানে বামে পরস্পরের বাহুগুলো সমান থাকে এবং দু'বাহুর মাঝখানে যেন ফাঁকা না থাকে। (শামী ৪৪৪, আপকে মাসায়িল ২/২২১)
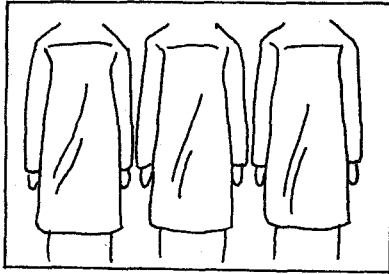
জামআতে বাহু সমান রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৭। পায়জামা অথবা লুঙ্গী টাখনুর নীচে নামানো নাজায়েয। সুতরাং লুঙ্গি, পায়জামা, জামা প্যান্টকে উঁচু করে টাখনুর উপরে উঠিয়ে নিবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯৬)
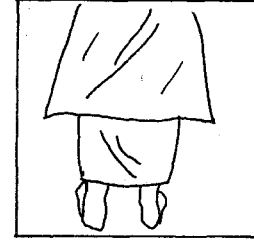
টাখনুর উপরে কাপড় রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৮। হাতের আস্তিন সম্পূর্ণ লম্বা হওয়া চাই যাতে করে কবজি বরাবর ঢেকে থাকে। আস্তিন গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। (আলমগীরী ১/১০৬)
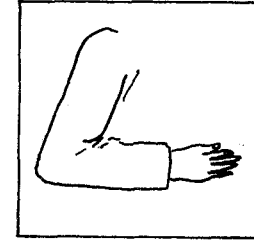
হাতের আস্তিন ঠিক রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৯। এমন ধরনের পোশাক পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ যে ধরনের পোশাক পরিধান করে মানুষজনের সম্মুখে যাওয়া যায়না। (আলমগীরী ১/১০৭)

নামায শুরু করার সময়

মাসআলা ঃ ১। মনে মনে নিয়ত করবে, আমি অমুক নামায পড়ছি। মুখে নিয়তের ভাষা উচ্চারণ করা জরুরী নয়, তবে মুস্তাহাব। (শামী ১/৪১৪)

মাসআলা ২। দুই হাত কান বরার এমনভাবে উঠাবে যাতে উভয় হাতলী কিবলার দিকে হয়, আঙ্গুলের মাথা যেন কিবলামুখী ও ফাঁক থাকে। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টির মাথা কানের সাথে হয়তো একেবারে মিলে যাবে অথবা বরাবর হবে বাকী আঙ্গুলগুলো উপরের দিকে থাকবে। (শামী ১/৪৭৪, ৪৮২)
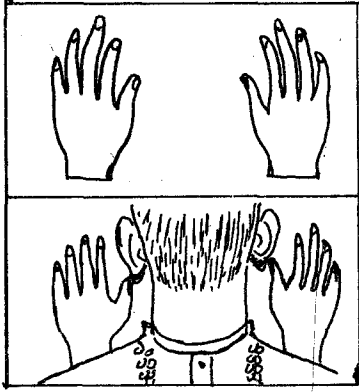
নামাযে হাত রাখার চিত্র

বিঃ দ্রঃ অনেকে হাতলীর মুখ কিবলার দিকে করার পরিবর্তে কানের দিকে করে ফেলে, কেউ আবার কানকে হাতের দ্বারা একেবারে ঢেকে লয়, আবার কেউ হাতকে কান বরাবর না তুলে শুধু ইশারা করে নেয়। এ সকল নিয়ম সুন্নাতের পরিপন্থী। এগুলো ত্যাগ করা উচিত।

মাসআলা ঃ ৩। কান থেকে হাত বাঁধার দিকে নিয়ে যাবে, হাত সোজা নীচের দিকে ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না। (শামী ১/৪৮৭)
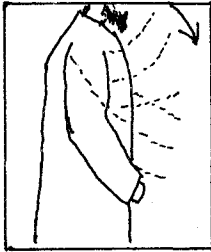
কান থেকে হাত বাঁধার চিত্র

মাসআলা ঃ ৪। হাত তোলার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলী দ্বারা হালকা বানিয়ে বাম হাতের পাঞ্জাকে ধরবে এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিক ভাবে বিছিয়ে রাখবে যেন আঙ্গুলের মাথাগুলো কনুইর দিকে থাকে। (শামী ১/৪৮৭)
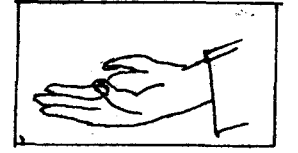
এক হাত আরেক হাতকে ধরার চিত্র

মাসআলা ঃ ৫। উভয় হাত নাভীর সামান্য নীচে পেটের সাথে কিছুটা চেপে ধরে উপরোক্ত নিয়মে বাঁধবে।
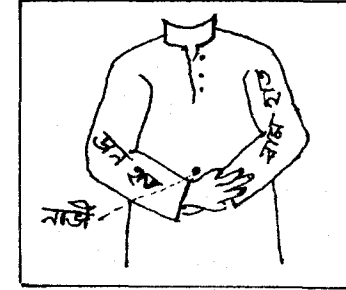
নাভীর সামান্য নীচে পেটের সাথে হাত বাঁধার চিত্র

দাঁড়ানো অবস্থায়

মাসআলা ঃ একাকী নামায পড়লে প্রথমে সুবহানাকা, সূরায়ে ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হলে সুবহানাকা পড়ে চুপ করে একাগ্র মনে ইমামের কিরআত শুনতে থাকবে। ইমাম যদি কিরআত নীরবে পড়ে তখন জিহ্বা হেলানো ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহার ধ্যান করবে।

মাসআলা ঃ যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তখন এক এক আয়াত থেমে থেমে পড়বে। প্রত্যেক আয়াতের শেষে নিশ্বাস ছেড়ে দিবে। যেমন আলহামদুলিল্লা রাব্বিল আলামীন। আর রাহমানির রাহীম (থামবে)। **মালিকি ইয়াওমিদ্দীন** (থামবে)। এভাবে শেষ করবে। সূরা ফাতিহা ছাড়া অপর সূরা পাঠ করার সময় এক নিঃশ্বাসে এক বা একাধিক আয়াত পাঠ করলে কোন অসুবিধা নেই

মাসআলা ঃ উভয় পায়ের উপর সমান ভার রেখে দাঁড়াবে। শরীরের সমস্ত ভার এক পায়ের উপর এভাবে দেয়া যাতে অপর পা বাঁকা হয়ে যায় এ ধরনের দাঁড়ানো সুন্নাতের পরিপন্থী। যদি এক পায়ের উপর এভাবে ভর দেয়া হয় যাতে করে অপর পা বেঁকে না যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (শামী ১/৪৪৪)
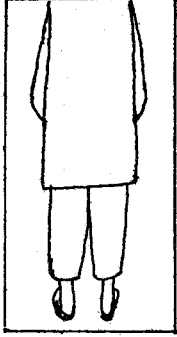
পায়ের উপর ভার দেয়ার চিত্র

মাসআলা ঃ হাই তোলা বা চুলকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করবে। যদি বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে হাত বাঁধা অবস্থায় ডান হাতের পেট দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। অন্য অবস্থায় হলে বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। (শামী ১/৪৭৮)
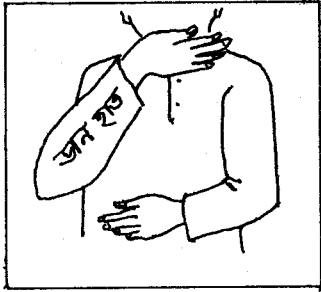
হাত বাঁধা অবস্থায়

বসা বা রুকু অবস্থায়

রুকুর মধ্যে

রুকুতে যাবার সময় নীচের কথাগুলো বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে।

মাসআলা ঃ শরীরের উপর অংশকে এভাবে ঝুঁকাবে যাতে করে গর্দান ও পিঠ এক বরাবর হয়, এর চেয়ে বেশী ও কম করবে না। (আলমগীরী ১/৭৪)
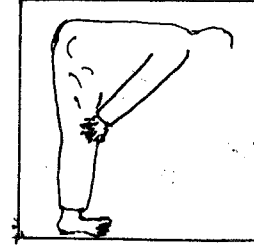
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ রুকুর অবস্থায় গর্দান এতটুকু ঝুঁকাবেনা যেন থুতনী সীনার সাথে মিশে যায়। আবার এতটুকুও উপরে রাখবে না যাতে করে গর্দান কোমর থেকে উঁচু হয়, বরং গর্দান ও কোমর এক বরাবর থাকা চাই। (আলমগীরী ১/৭৪)
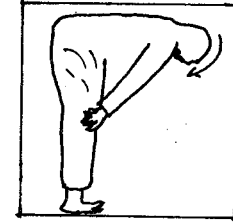
চিত্রে থুতনী সীনার সাথে

মাসআলা ঃ রুকুর মধ্যে পা সোজা রাখুন।

মাসআলা ঃ পায়ের নলা সোজা খাড়া রাখবে। (তাহতাবী ১৪৫)
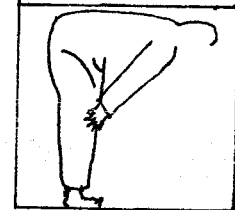
পায়ের নলা সোজা রাখার নিয়ম

মাসআলা ঃ রুকুতে যাওয়ার সময় হাত সোজা ছেড়ে দিবে না। (শামী ১/৪৪৮)

মাসআলা ঃ উভয় হাত হাঁটুর উপর এভাবে রাখবে যেন আঙ্গুলগুলো খোলা থাকে এবং দুই আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক থাকে। এভাবে ডান হাত দ্বারা ডান হাঁটু ও বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু শক্তভাবে ধরবে। (শামী ১/৪৭৬)
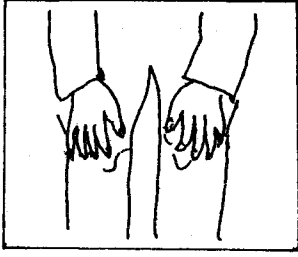
উভয় হাত হাটুর উপর রাখার নিয়ম

মাসআলা ঃ রুকুকালীন সময়ে হাত ও বাহু সোজা থাকা চাই কোন অবস্থাতে যেন বাঁকা না হয়। পাজর থেকে বাহুকে মুক্ত রাখবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)
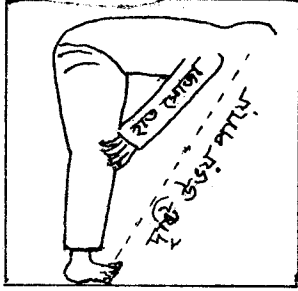
রুকু কালীন সময় হাত বা বাহু সোজা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ রুকুকালীন সময়ে দৃষ্টি উভয় পায়ের উপর রাখবে। (শামী ১/৪৭৭)

মাসআলা ঃ রুকুতে স্থিরতার সাথে দেরী করবে, যাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়। (আলমগীরী ১/৭৪, শামী ১/৪৭৬)

মাসআলা ঃ উভয় পায়ের ভারসাম্য সমান থাকবে এবং পায়ের গোড়ালী দু'টি পরস্পর পাশাপাশি থাকবে। (আপকে মাসায়িল ২/২২১)

রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময়

মাসআলা ঃ রুকু হতে দাঁড়ানোর সময় এভাবে সোজা হবে যেন কোথাও বক্রতা না তাকে। হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে। (শামী ১/৪৭৬, হালাবী ৩২০)

মাসআলা ঃ কোন কোন লোক রুকু থেকে দাঁড়ানোর পরিবর্তে সামান্য মাথা তুলে দাঁড়ানোর ইশারা করে, শরীর ঝুঁকানো অবস্থাতেই সাজদায় চলে যায়, তাদের জন্য নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব, (কেননা রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব)। (শামী ১/৪৬৪) চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন
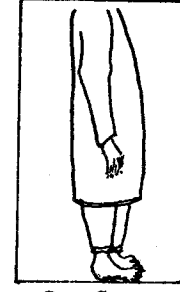
চিত্রে নিয়ম

সিজদায় যাওয়ার সময়

সিজদায় যাওয়ার সময় এই নিয়মগুলো খেয়াল রাখবে।

মাসআলা ঃ প্রথমে হাঁটু বাঁকা করে যমীনের দিকে এভাবে নিয়ে যাবে যেন সীনা ও মাথা আগে না জুঁকে। যখন হাঁটু মাটিতে লেগে যায় তখন সীনা ও মাথা ঝুঁকাতে হবে।

মাসআলা ঃ হাঁটু জমিতে ঠেকবার আগ পর্যন্ত শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকাবে না।

মাসআলা ঃ সীনা সামনের দিকে না ঝুঁকার নিয়ম হলো– সেজদায় যাবার সময় হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ভর না দেয়া, এতে হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বে সীনা ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়।
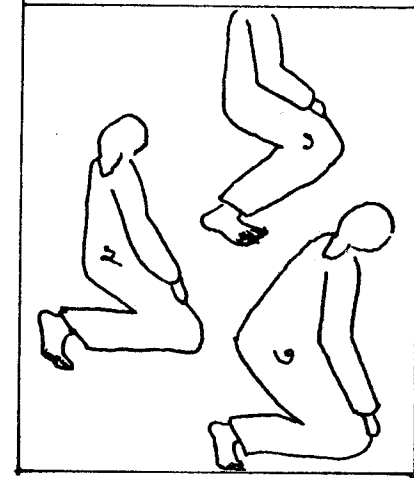
চিত্রে পর্যায়ক্রমে সেজদায় যাওয়া

মাথা ও সীনা না ঝুকানো

মাসআলা ঃ সেজদা যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখার কোন প্রমাণ নেই। তবে সেজদা থেকে উঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব। (আহসানুল ফাতওয়া ৩/৫০)

মাসআলা ঃ হাঁটুর পর প্রথমে যমীনের উপর হাত, তারপর নাক, অতঃপর কপাল রাখবে। (শামী ১/৪৯৭)
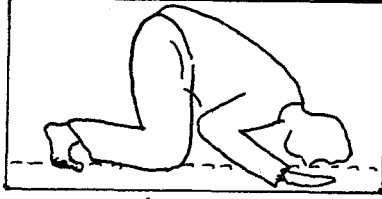
সেজদায় পর্যায়ক্রমে অঙ্গ রাখার চিত্র

সেজদা অবস্থায়

মাসআলা ঃ সেজদাতে মাথা উভয় হাতের মাঝখানে এভাবে রাখবে, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা কানের লতি বরাবর হয়। উভয় হাতের মাঝে মুখমণ্ডলের চওড়া পরিমাণ ফাঁকা রাখবে। (আলমগীরী ১/৭৫)
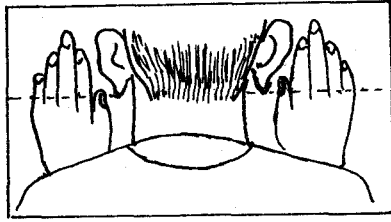
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলে থাকবে। আঙ্গুলের মাঝখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। (শামী ১/৪৯৮)
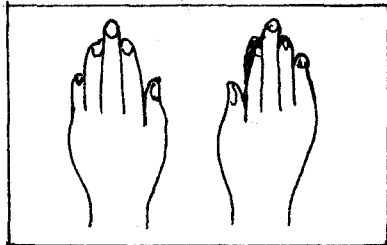
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় উভয় পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী থাকবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮, আপকে মাসায়িল ১/২২১)
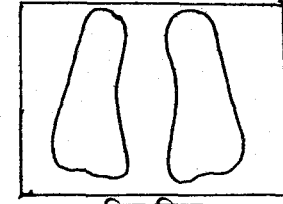
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় হাতের কনুইদ্বয় যমীন হতে উপরে থাকবে, কনুইদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে রাখা সুন্নাতের খেলাফ। (তাহতাবী ১৪৬)
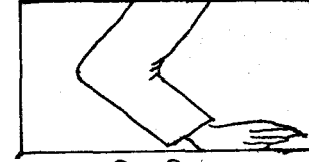
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় বাহু বগল হতে পৃথক রাখা চাই, বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখা উচিত নয়। (তাহতাবী ১৪৬)
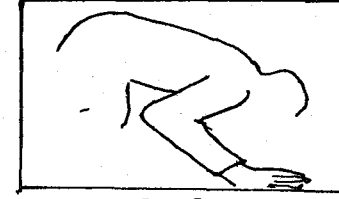
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ কনুইদ্বয়কে এত দূরে রাখবেনা যাতে পাশের নামাযীর অসুবিধা হয়।
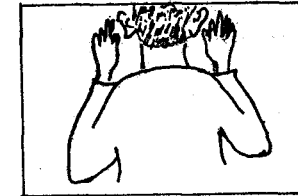
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ পেট ও রান আলাদা আলাদা রাখবে। (চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায়)
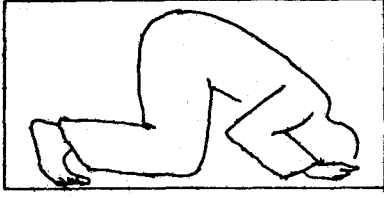
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদার মধ্যে নাক মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। মাঝে মধ্যে তুলে ফেলা ঠিক নয়।

মাসআলা ঃ উভয় পা খাড়া রাখবে যেন পায়ের গোড়ালী উঁচু থাকে এবং আঙ্গুলগুলো মোড় দিয়ে কিবলামুখী থাকে। অক্ষমতার কারণে যারা আঙ্গুল মোড় দিতে অক্ষম তারা যতদূর সম্ভব আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে মোড় করার চেষ্টা করবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)
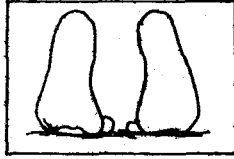
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদার সময় উভয় পা পূর্ণ সময় যমীনের সাথে লাগানো থাকবে। সেজদায় তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় পা মাটিতে না রাখলে সেজদা আদায় হয় না। (শামী ১/৪৯৯)
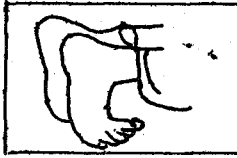
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় কমপক্ষে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণে ধীরস্থিরভাবে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়া যায়। কপাল মাটির সাথে ঠেকানো মাত্রই উঠে যাওয়া নিষেধ।

দুই সেজদার মধ্যখানে

মাসআলা ঃ প্রথম সেজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরতার সাথে দো জানু সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করবে। সামান্য মাথা তুলে আবার সেজদায় চলে গেলে, দু'টাই মিলে এক সেজদা গণ্য হবে। (শামী ১/৪৬৪)
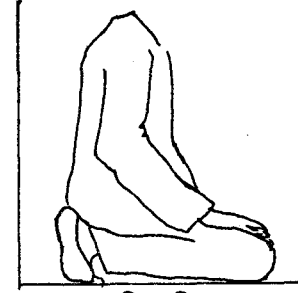
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা এভাবে খাড়া রাখবে যেন আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কিবলার দিকে থাকে। (থাহতাবী ১৪৬)
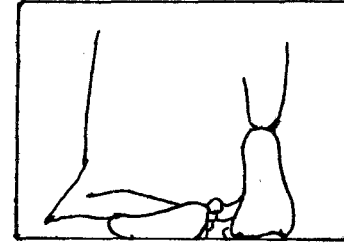
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ বসা অবস্থায় উভয় হাত রানের অগ্রভাগে হাঁটুর সমানে রাখবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য ফাঁক থাকবে। (মারাকিউল ফালাহ ৯৯)
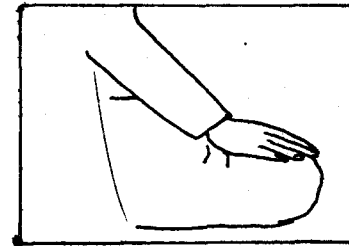
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ বসা অবস্থায় দৃষ্টি আপন কোলের দিকে থাকবে। (আলমগীরী ১/৭৩)

মাসআলা ঃ এতটুকু সময় বসবে যাতে একবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়। (তাহতাবী ১৪৬, শামী ১/৫০৫)

দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠা

মাসআলা ঃ দ্বিতীয় সেজদায়ও এভাবে যেমন প্রথমে উভয় হাত তারপর নাক অতঃপর কপাল মাটিতে রাখবে। (শামী ১/৪৯৭)

মাসআলা ঃ সেজদা থেকে উঠার সময় আগে কপাল তারপর নাক, তারপর হাত অতঃপর হাঁটু মাটি থেকে উঠাবে। (শামী ১/৪৯৮)
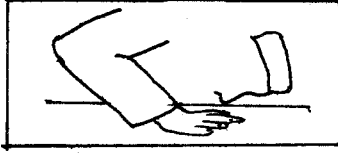
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদা থেকে উঠার সময় হাঁটুর উপর হাত ভর দিয়ে উঠবে। বসা ছাড়াই মাটিতে ভর না দিয়ে সরাসরি দাঁড়াবে। তবে শরীরের ওজন বৃদ্ধি বা রোগ-ব্যাধি অথবা বার্ধক্যের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে গেলে মাটিতে ভর দেয়া যায়। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)
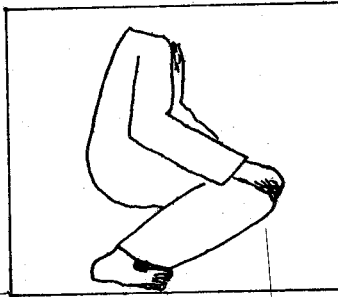
চিত্রে নিয়ম

বসা অবস্থায়

মাসআলা ঃ দু'সেজদার মাঝখানে বসার অনুরূপে দু'রাকআত পর বসবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় 'আশহাদু' বলার সময় বৃত্ত করবে, 'লাইলাহা' বলার সময় তর্জনী আঙ্গুল তুলে ইশারা করবে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে ফেলবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)
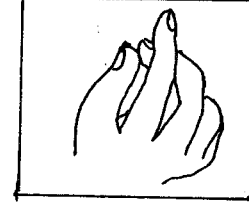
বৃত্ত তৈরীর চিত্র
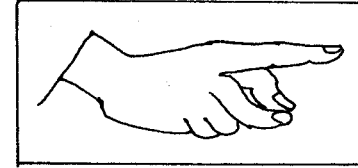
ইশারা করার নিয়ম

মাসআলা ঃ ইল্লাল্লাহ বলার সময় তর্জনীর মাথা নীচু করবে তবে সম্পূর্ণ মিলাবে না বরং একটু উঁচু রাখবে এবং অন্যান্য আঙ্গুল যেভাবে আছে নামাযের শেষ পর্যন্ত ঐভাবে রাখবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)
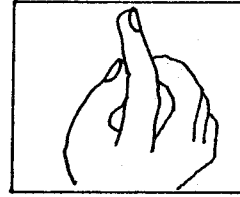
চিত্রে নিয়ম

সালাম ফিরানোর সময়

মাসআলা ঃ সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুকু ঘুরাবে যাতে পিছনে বসা ব্যক্তি যেন আপনার চোঁয়াল দেখতে পায়। (আলমগীরী ১/৭৬, শামী ১/৫২৪)

চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের উপর রাখবে। (শামী ১/৪৭৮)

মুনাজাতের সময় হাত তোলার নিয়ম

মাসআলা ঃ দুআ করার সময় উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকবে। মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে রাখা নিয়ম নয়। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফাঁক থাকবে। (শামী ১/৫০৭)
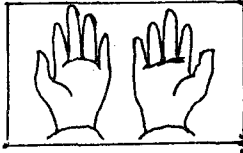
চিত্র নিয়ম

মাসআলা ঃ দুআ করার সময় হাত সীনা বরাবর তুলবে এবং হাতের তালু চেহারার দিকে রাখবে। (শামী ১/৫০৭)
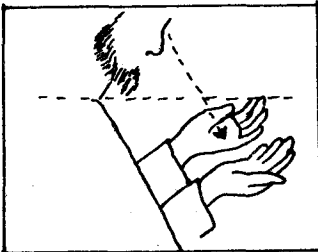
চিত্রে নিয়ম

মহিলাদের নামায পড়ার অবস্থা

উপরে নামাযের যে সকল নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তা পুরুষদের জন্য। বিশেষ বিশেষ স্থলে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তাই নিম্নে মহিলাদের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিলাদের এ সকল বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

সুন্নত তরীকায় মহিলাদের নামাযের বিধান

মহিলাদের সকল নামায সর্বদা সূরা-কেরাত, তাকবীর, তাসমীহ, সালাম ইত্যাদি নিঃশব্দে পাঠ করতে এবং বলতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাদের হস্তদ্বয় উভয় কাঁধ পর্যন্ত তুলতে হবে। এ সময় হাতের তালু ও আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী করে রাখতে হবে। মহিলাদের এ সময় হস্তদ্বয় কাপড়ের ভিতরে রাখতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার সময় সিনার উপর বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে নামায পড়তে হবে। রুকূর সময় পিঠ সোজা না করে সামান্য ঝুঁকে হস্তদ্বয় হাটু পর্যন্ত পৌছে এতোটুকু ঝুঁকবে। হাত দ্বারা হাটুতে বেশি ভর করবে না, হাটুতে হাতের অঙ্গুলী মিলিয়ে রাখবে, পদদ্বয়ের হাটু একটু ঝুকিয়ে রাখবে পুরুষের ন্যায় সোজা রাখবে না। সিজদার সময় জড়োসড়ো হয়ে সিজদা করতে হবে। তখন বাহুদ্বয় শরীরের সাথে, পেট রানের সাথে, রান হাটুর নলার সাথে এবং হাঁটুর নলা জায়নামাযের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ মহিলাদের সিজদার সময় একমাত্র মস্তক ব্যতীত সর্ব শরীরের অঙ্গসমূহ একত্রে মিলিয়ে সিজদা করতে হবে। নামাযের বৈঠকের সময় মহিলারা পদদ্বয় ডান দিকে বিছিয়ে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে। হস্তদ্বয়কে রানের উপর মিলিয়ে রাখতে হবে এবং আঙ্গুলগুলো যেন হাটু পর্যন্ত পৌছে। আর আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। মহিলাদের সকল নামাযে সূরা কেরাত নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে, শব্দ করে পাঠ করা নিষেধ।

মাসআলা ঃ মহিলারা নামায আরম্ভ করার আগে মুখমণ্ডল, হাত ও পা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। (শামী ১/৪০৫)

➢ অনেক ভদ্র মহিলা এভাবে নামায পড়ে যে, তাঁদের মাথার চুল খোলা থাকে।

➢ কারও হাতের কবজির উপরিভাগ খোলা থাকে।

➢ কারও কান খোলা থাকে।

➢ কোন কোন মহিলা এত ছোট ওড়না মাথায় পরে অথবা ঘোমটা টানে যে, ওড়না ও কাপড়ের বাইরে চুল লটকানো অবস্থায় দেখা যায়। এ সকল নিয়ম নাজায়িয। যদি নামায পড়ার সময় মুখ, হাত ও পা ব্যতীত শরীরের যে কোন একটি অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগপরিমাণ তিনবার 'সুবহানারাব্বিয়াল আযীম' পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পরিমাণ খোলা থাকে তবে নামাযই হবে না। হ্যাঁ, যদি তা হতে কম সময় পরিমাণ খোলা থাকলে সাথে সাথে ঢেকে ফেলে, তখন নামায আদায় হবে তবে ছতর খোলা রাখার জন্য গোনাহ্গার হবে। (আলমগীরী ১/৫৮)

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ঘরের খোলা জায়গায় নামায পড়ার চেয়ে নির্জনে নামায পড়া উত্তম এবং উঠানে বা বারান্দায় পড়ার চেয়ে ঘরের ভিতরে নামায পড়া উত্তম। (আবূ দাউদ)

মাসআলা ঃ মহিলাগণ উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে উভয় গোড়ালী যেন কাছাকাছি মিলে যায়। দু'পায়ের মাঝখানে ফাঁক থাকবে না। (বেহেশতী জেওর ২/১৭)

চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কান বরাবর হাত উঠাবে না বরং কাঁধ বরাবর উঠাবে। আবার তাও হাত কাপড়ের ভেতরে রেখে, কাপড় থেকে বের করে নয়। (বেহেশতী জেওর, শামী ১/৪৮৩)
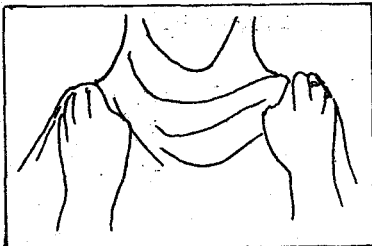
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ মহিলাদের পুরুষদের মত নাভীর নীচে হাত বাঁধবে না বরং বুকের উপর শুধু বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাতের তালু দ্বারা চেপে ধরবে।

(শামী ১/৪৮৭)

হাত রাখার নিয়ম (কাপড়ের ভেতর হাত রাখবে)

মাসআলা ঃ রুকুতে মহিলাদের পুরুষের মত কোমর সোজা রাখা প্রয়োজন নেই। মহিলারা পুরুষের থেকে কম ঝুঁকবে। (তাহতাবী আলাল মারাকী, আলমগীরী ১/৭৪)
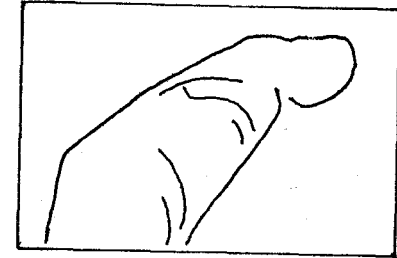
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ রুকুর অবস্থায় মহিলাগণ হাঁটুর উপর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, যাতে আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক না থাকে। শুধু হাঁটুর উপর হাত চেপে রাখবে, হাঁটুকে আঁকড়িয়ে ধরবে না। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)

মাসআলা ঃ রুকুতে মহিলাগণ পুরুষের ন্যায় পাগুলো সোজা রাখবে না বরং হাঁটু সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)
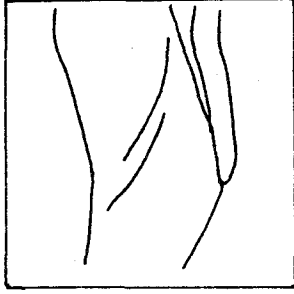
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ মহিলাগণ রুকু করার সময় নিজের বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে পুরুষদের ন্যায় বগল ও বাহু পৃথক থাকবে না। (আলমগীরী ১/৭৫)
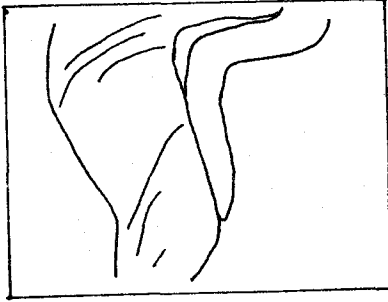
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় যাওয়ার সময় পুরুষরা হাঁটু যমীনে ঠেকানোর আগে সীনা ঝুঁকাবে না। কিন্তু মহিলারা প্রথম থেকেই শরীর সামনে ঝুঁকাতে পারবে।
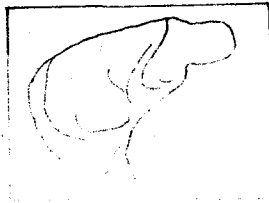
মাসআলা ঃ মহিলাগণ সেজদায় রান পেটের সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় পা খাড়া করে রাখার পরিবর্তে ডান দিকে বের করে বিছিয়ে দিবে। (আলমগীরী ১/৭৫)
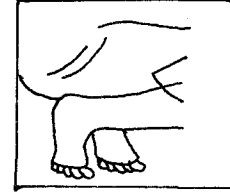
উভয় পা ডান দিকে বের করবে
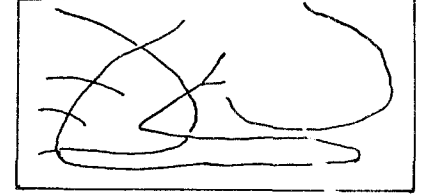
রান ও বাহুর অবস্থা

মাসআলা ঃ পুরুষগণ সেজদা করার সময় হাত মাটি হতে উপরে রাখবে কিন্তু মহিলাগণ হাত মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)
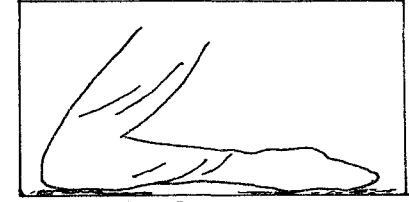
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ দু সেজদার মধ্যবর্তী সময় ও আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের (পাছার নিম্নাংশ) উপর বসবে। উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর রাখবে। (তাহতাবী ১৪১)
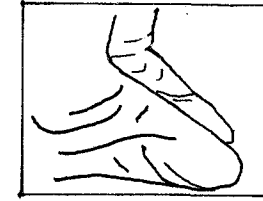
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ পুরুষগণ রুকু করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে এবং সেজদায় মিলিয়ে রাখবে। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানে আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে থাকবে, মিলাবেও না ফাঁকও করবে না। কিন্তু মহিলার সর্বাবস্থায় রুকু, সেজদা,

বসা, সকল স্থানেই আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, কোন অবস্থাতেই আঙ্গুলের মাঝে ফাঁক রাখবে না। (শামী ১/৫০৪)
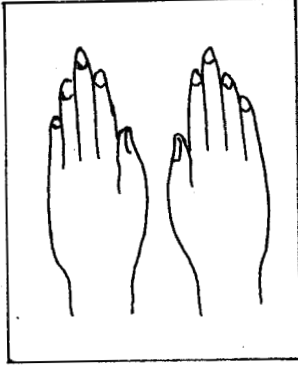
চিত্রে নিয়ম

মহিলাদের জামাআত

মাসআলা ঃ মহিলাদের জামআত করা মাকরূহ। তারা একাকী নামায পড়বে। হ্যাঁ, যদি ঘরের মধ্যে কেবল মোহরেম (অর্থাৎ যাদের সাথে আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম) ব্যক্তিগণ জামাআত করছে, এমতাবস্থায় মহিলারা জামাআতে শরীক হওয়াতে দোষ নেই। তবে মহিলারা পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াবে। পাশাপাশি কখনও দাঁড়াবে না। (শামী ১/৫০৪)

জায়নামাযের দোআ

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ যিনি আসমান-যমীন সৃজন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলাম। আমি অংশীবাদীদের মধ্যে নহি।

তাকবীরে তাহরীমা ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা সমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই গুণগান করিতেছি। তোমার নাম বরকতময় ; তোমার গৌরব অতি উচ্চ। তুমি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই।

তাআউয (আউযু বিল্লাহ)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ অসীম দয়াময় দাতা আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ اٰمِيْن ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর-রাহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈ'ন। ইহ্দিনা সসিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাজীনা আন্আ'মতা আলাইহিম; গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন। (তারপর অন্য একটি সূরা)

রুকুর তাসবীহ ঃ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু পবিত্র।

রুকু হইতে উঠিবার তাসমী ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।

অর্থ ঃ যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে আল্লাহ তাহা শুনেন। অর্থাৎ তাহার দোআ কবুল করেন।

রুকু হইতে সোজা হইয়া পড়িবার তাহমীদ ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।

সেজদার তস্বীহ ঃ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বিয়াল আলা।

অর্থ ঃ আমার মহান আল্লাহ পবিত্র।

তাশাহহুদ– (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বাইয়্যিবাতু, আচ্ছালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ্ ছা-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

দোআ মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী জালামতু নাফছী জুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুজ্ জুনূবা ইল্লা- আনতা ফাগফির লী মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আমার নফসের (দেহ ও আত্মার) উপর বহু জুলুম করিয়াছি, আর আপনি ছাড়া কেহই পাপসমূহ ক্ষমা করিতে পারিবে না। অতএব, আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হইতে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমাকে দয়া করুন। বস্তুত আপনি অতি ক্ষমাশীল, মহান দয়ালু।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

অর্থ ঃ আপনাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার শান্তি ও অনুগ্রহ হউক। ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার ও বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার।

মোনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ * وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ * بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আ'যাবান্নার, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খাল্‌ক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজ্‌মাঈন। বিরাহমাতিকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল দান কর এবং দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাও। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার সহচরগণের উপর তোমার শান্তি বর্ষিত হউক।

দোআ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ * وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ * اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈ'নুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুসনী আ'লাইকাল খাইর। ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ' ওয়া নাত্‌রুকু মাইঁ ইয়াফ্‌জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ'– ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজূ রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখশা- আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

নামাযের সময় ও নিয়তসমূহ

ফজরের নামায

ফজরের নামায মোট চারি রাকআত– দুই রাকআত সুন্নত এবং দুই রাকআত ফরয। সোবহে সাদেক হইতে ফজরের নামায শুরু হয় সূর্য উদয়ের আগেই পড়িতে হয়।

সূর্য পূর্বাকাশে লাল হইয়া উঠিতে শুরু করিলে তখন কোন নামাযই জায়েয নহে। এমনকি ফজরের কাযা পড়িতে হইলেও সূর্য পূর্ণরূপে উদয় হইলে পড়িবে।

ফজরের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামায

যোহরের নামায মোট ১২ রাকআত। প্রথম চারি রাকআত সুন্নত, পরে চারি রাকআত ফরয এবং ফরযের পরে দুই রাকআত সুন্নত ও দুই রাকআত নফল। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিম দিকে একটু হেলিয়া পড়িলেই যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং কোন কিছুর ছায়া দ্বিগুণ হইলে শেষ হয়।

যোহরের ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ. রাকআতি সালাতি যযোহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাক্‌আতি সালাতি যযোহ্‌রি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার।

যোহরের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতি যযোহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের ২ রাকআত নফল নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিন নাফলি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের নামায

আসরের নামায মোট ৮ রাকআত। ৪ রাকআত সুন্নতে যায়েদা অর্থাৎ নফলের মত। পড়িলে সওয়াব হইব, না পড়িলে কোন প্রকার গোনাহ হইবে না। কোন লাকড়ির ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্তের ১৫/২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে।

আসরের ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল আ'সরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল আ'সরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামায

সূর্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং আকাশের পশ্চিম প্রান্তস্থিত লাল রং মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এই নামাযের ওয়াক্ত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

মাগরিবের নামায মোট সাত রাকআত। প্রথম তিন রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা, তারপর দুই রাকআত নফল।

মাগরিবের ৩ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকআতি সালাতিল মাগরিবি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল মাগরিবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার নামায

সূর্যাস্তের পর আকাশের লাল রং ডুবিয়া যে সাদা রং দেখা যায়, উহা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং সোবহে সাদেক অর্থাৎ রাতের একেবারে শেষে পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে যে সাদা রেখা সৃষ্টি হয় তাহার পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকে। তবে মধ্য রাতের পর এশার নামায পড়া মাকরূহ। রাত ১২টার আগেই পড়িয়া নেওয়া উচিত। এশার নামায বেতের ও বেতের পরবর্তী নফলসহ মোট পনর রাকআত। নফল দুই রাকআতের হুকুম অন্যান্য নফলের মতই। বেতের যদিও ভিন্ন এক ওয়াক্ত নামায এবং ওয়াজিব, তবু সাধারণত এশার সাথেই পড়া হয় বলিয়া এই নামাযকেও এশার ওয়াক্তের সহিতই হিসাব করা হয়। তবে যাহারা রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়িতে অভ্যস্ত এবং শেষ রাতে জাগিয়া যাইবে বলিয়া নিজের উপর আস্থা আছে, তাহারা বেতের তাহাজ্জুদের পরে পড়াই উত্তম।

এশার ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল এশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকআত নফল

এই নফল নামায দুই রাকআতও অন্যান্য নফলের নামাযের ন্যায় পড়িবে, নিয়তও সেরূপই। তারপর তিন রাকআত বেতের নামায পড়িবে।

৩ রাকআত বেতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকআতি সালাতিল বিতরি ওয়াজিবুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুময়ার নামাযের সুন্নতসমূহ ও তার ফজিলত

❒ জুময়ার দিন যত শীঘ্র সম্ভব মসজিদে চলে যাওয়া। যত আগে যাওয়া যাবে ততই বেশী সাওয়াবের অধিকারী হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

❒ জুময়ার নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া। কেননা, প্রতি কদমের জন্য এক বছরের রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। (তিরমিযী)

❒ ফজরের নামাযের প্রথম রাকয়াতে ইমাম "আলিফ-লাম-মিম, সিজদাহ" এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে "হাল আতাকা হাদীছুল গাশীআহ্ পাঠ করা। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম করা। (সিহাহ্)

❒ বৃহস্পতিবার হতেই জুময়ার নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। যেমন ঃ কাপড় পরিষ্কার করা, সুগন্ধি থাকলে তা কাপড়ে লাগিয়ে রাখা, দাড়ি পরিষ্কার করা, গুপ্তস্থানের পশমসমূহ পরিষ্কার করা। আর বৃহস্পতিবার আসর নামাযের পর বেশী ইস্তেগফার করা। (এহইয়াউল উলুম)

❒ জুময়ার দিন গোসল করা, মাথায় চুল থাকলে তা কেটে ফেলা করা এবং শরীরকে ভালভাবে পরিষ্কার করা মেসওয়াক করা সার্থনুযায়ী ভাল কাপড় পরিধান করা, সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং হাত পায়ের নখ কেটে ফেলা। (এহইয়াউল উলুম)

❒ জুময়ার নামাযের প্রথম রাকয়াতে সূরা জুময়া ও দ্বিতীয় রাকয়াতে "সূরা মুনাফিকুন" অথবা প্রথম রাকয়াতে সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা ও দ্বিতীয় রাকয়াতে হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পাঠ করা।

❒ জুম'য়ার নামাযের পূর্বে অথবা পরে কেউ সূরা কাহাফ্ পাঠ করলে তার জন্য আরশের নীচ হতে আসমান বরাবর লম্বা এক নূরের জ্যোতি প্রকাশ পায়। যা অন্ধকারাচ্ছন্ন কি্বয়ামতের দিনে তার কাজে আসবে এবং পূর্ববর্তী জুম'আর হতে এ পর্যন্ত তার যত গোনাহ হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে। এখানে গুনাহে ছগিরার কথা বলা হয়েছে। (সফরুসছাআ'দাত)

❒ জুময়ার দিন বেশী বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। জুময়ার নামাযের জন্য মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস এরূপ ছিল যে, যখন সমস্ত লোক একত্রিত হত ঠিক তখনই তিনি তাশরীফ নিতেন এবং উপস্থিত রোকদের সালাম দিতেন। অতঃপর হযরত বেলাল রাদ্বিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খুৎবার আযান দিতেন। আযান শেষে তিনি (দঃ) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করা আরম্ভ করতেন।

❒ মসজিদের মিম্বর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন। কখনও কখনও মেহরাবের নিকটতম কাঠের খাম্বার সাথে হেলান দিতেন। সেখানে তিনি (দঃ) খুতবা পাঠ করতেন। মিম্বর তৈরি হওয়ার পর লাঠি ইত্যাদি জিনিসের উপর ভর দেয়ার কোন উল্লেখ নেই। তিনি দুই খুৎবা পড়তেন এবং দুই খুৎবার মাঝে কিছু সময় বসতেন এবং ঐ সময় তিনি কোন কথা বা কাজ

করতেন না এবং কোন দোয়াও পাঠ করতেন না। দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হলে হযরত বেলাল (রাঃ) ইকামত বলতেন এবং মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করে দিতেন।

❒ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) চার রাকয়াত নামায আদায় করতেন উভয় রেওয়ায়েতের উপর আমল করাটাই উত্তম অর্থাৎ জুময়ার পর প্রথম চার রাকয়াত সুন্নত আদায় করে তারপর দুই রাকয়াত সুন্নত আদায় করে নেয়া। (তাহাবি)

জুমআর নামায

প্রতি শুক্রবার যোহরের সময় যোহরের নামাযের পরিবর্তে মসজিদে জামাআতের সহিত দুই রাকআত ফরয নামায পড়িতে হয়, ইহাকে জুমআর নামায বলে। মুসাফির, ব্যাধিগ্রস্ত, খোঁড়া, গোলাম, উন্মাদ, নাবালেগ ও অন্ধের জন্য জুমআ ফরয নহে। যদি তাহারা ইচ্ছা করিয়া পড়ে তবে দুরস্ত হইবে। জুমআর পূর্বে দুইটি খোতবা পড়া ও ইমাম ছাড়া তিন জন লোক হওয়া প্রয়োজন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জুমআর নামায দুরস্ত হইবে না।

জুমআর নামায মোট ১৮ রাকআত। প্রথম– তাহিয়্যাতুল অযু ২ রাকআত। দ্বিতীয়– দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত। তৃতীয়– কাবলাল জুমআ ৪ রাকআত। চতুর্থ– ফরয ২ রাকআত। পঞ্চম– বাদাল জুমআ ৪ রাকআত। যষ্ঠ– ওয়াক্তের সুন্নত ২ রাকআত। ৭ম– নফল ২ রাকআত। নফল ২ রাকআত ইচ্ছাধীন ব্যাপার। পড়িলে সওয়াব হইবে, না পড়িলে গোনাহ নাই। তাহিয়্যাতুল অযু ও দুখুলুল মজসিদ শুধু জুমআর দিনই পড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং অন্য সময়ও যখনই অযু করিবে বা মসজিদে প্রবেশ করিবে, তখনই এই নামায পড়া সুন্নত এবং পড়িলে অশেষ সওয়াব হয়। কাবলাল জুমআ এবং ফরযের পরের বাদাল জুমআ চারি রাকআত ও দুই আকআত সুন্নতে মোআক্কাদা। শেষের দুই রাকআতকে সুন্নাতুল ওয়াক্ত বলা হয়। এই দশ রাকআত নামায কোন শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছাড়িয়া দিলে কঠোর গোনাহ হইবে।

তাহিয়্যাতুল অযু ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিত্ তাহিয়্যাতুল ওযুয়ে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الدُّخُوْلُ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিদ দুখুলুল মাসজিদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

কাবলাল জুমআ ৪ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতি ক্বাবলাল জুমুআতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমআর ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضُ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ
الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসকিতা আন জিম্মাতি ফারদু যোহরি বিআদায়ি রাকআতাই সালাতিল জুমুআতি ফারদুল্লাহি তাআলা একতাদাইতু বিহাযাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বা'দাল জুমআর ৪ রাকআত নামাযের নিয়ত

ফরয দুই রাকআতের পরে চার রাকআত বা'দাল জুমআর নামায আদায় করিবে। এই নামায সুন্নতে মোআক্কাদা। নিয়ত এই –

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতে সালাতি বা'দাল জুমুআতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সুন্নাতুল ওয়াক্ত ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ওয়াক্তি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দরূদ শরীফের (মর্তবা) ফযীলত

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে , সে দরূদ শরীফ আমার নিকট পেশ করা হয়। (মুছতাদরাক)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কেউ আমার উপর সালাম প্রেরণ করে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার রূহ ফিরায়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দেই। (যাদুল সায়ীদ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাকের অনেক ফেরেশতা এ কাজে নিযুক্ত আছেন যে, তাঁরা সে সালাম আমার কাছে পৌছায়ে দেন। (নাসায়ী শরীফ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে শুভ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি রহমত অবতির্ণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। আমি এ শুভসংবাদ শুনে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায় পড়ে শুকুর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করলাম।

➢ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে

আল্লাহর হাবীব ! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি। আমি প্রত্যহ কি পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করব ? মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পরিমাণ তোমার মনে চায়। আমি বললাম (প্রত্যহ অযিফার) এক চতুর্থাংশ সময় আমি দরূদ শরীফ পাঠ করব ? (অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ সময় অন্য অজিফা পাঠ করব)। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে পরিমাণ তোমার মনে চায়। তবে যদি দরূদ শরীফের পরিমাণ বাড়াও তবে তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক পরিমাণ সময় আমি দরূদ শরীফ পাঠ করব ? তিনি বললেন, যা তোমার মনে চায়, তবে যদি তুমি আরো বেশী পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ কর, তা হলে আরো উত্তম। আমি বললাম, তা হলে আমি কেবল দরূদ শরীফই (আমার অযিফার সময়) পাঠ করব। তিনি বললেন, তা হলে তোমার সব চিন্তার অবসান হবে এবং তোমার গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। (মুসতাদ রাক)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেন, তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়ায়ে দেন এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দেন। (নাসায়ী শরীফ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দরূদ শরীফ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ পাক সত্তরটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য সত্তর বার দু'আ করেন। (ত্বাবরানী)

➢ হযরত আনাস রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের নীচে ছায়া পাবে। (দায়লামী)

আয়াতুল কুরসী

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িলে অশেষ সওয়াব হয়। ইহা স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর বহু ফযীলত ও উপকারিতার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু ছিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফি ছছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহু সসামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে পড়ার তাসবীহ্

❒ নিম্নের তাসবীহসমূহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার করে পাঠ করলে, আল্লাহর রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হবে।

ফজর নামাযে هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ূম)

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) জাবিত ও স্থায়ী

যোহর নামাযে هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) বিরাট ও মহান।

আসর নামাযে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়ার রাহ্মানুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক কৃপাময় ও করুণাময়।

মাগরিব নামাযে هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল গফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।

এশার নামাযে ঃ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্ লাত্বীফুল খাবীর।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) পবিত্র ও অতি সতর্ক।

এছাড়া প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার মোট একশতবার পাঠ করলে অশেষ নেকী লাভ হবে এবং রিযিক বৃদ্ধি হবে ও বরকত পাবে।

তাহাজ্জুদের নামায

হাদীসে আছে, আল্লাহ পাক শেষ রাত্রে বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেন এবং ডাকিয়া বলেন, হে বান্দাগণ ! আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি মঞ্জুর করিব। সুতরাং তাহাজ্জুদের নামায অতিশয় ফযীলতের নামায। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যহ সোবহে সাদেকের আগে এই নামায আদায় করিতেন। এমনকি এই নামায তাঁহার উপর ফরয করা হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ নামায দুই রাকআত হইতে বার রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। নিম্নোক্ত নিয়ত দ্বারা এই নামায এক সালামে দুই দুই রাকআত করিয়া আদায় করিবে।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিত তাহাজ্জুদে, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

কাযা নামায

কোন কারণে সময়মত নামায পড়িতে না পারিলে ঐ নামায অন্য সময় পড়াকে কাযা বলে। কোন কারণ ছাড়া নামায ত্যাগ করিলে কঠিন গোনাহ হইবে। পাঁচ ওয়াক্ত বা উহার কম নামায কাযা হইলে তারতীব সহকারে পড়া ফরয। অর্থাৎ পূর্বের কাযা নামায বাকী থাকিতে ওয়াক্তের নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। পূর্বের নামাযের কাযা পর পর পড়িয়া উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হয়। কাযা নামায আদায় না করিয়া ওয়াক্তের নামায নিম্নের তিন কারণের যে কোন এক কারণে পড়া যায়–

১। সময় অল্প বা সংকীর্ণ হইলে। ২। কাযা নামাযের কথা মনে না থাকিলে। ৩। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা হইলে।

কাযা নামাযের নিয়ত করার নিয়ম নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ফজরের ওয়াক্ত দিয়া দেখানো হইয়াছে। যে ওয়াক্তের নামায পড়া হইবে সে ওয়াক্তের নাম বলিতে হইবে।

কাযা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরিল ফায়েতাতি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামায কাযা হইলে 'আরবাআ' রাকআতি সালাতিয যোহরে', আসর হইলে আরবাআ রাকআতি সালাতিল আসরি', মাগরিব হইলে 'সালাসা রাকআতি সালাতিল মাগরিবে' ও এশা হইলে 'আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ে' বলিতে হইবে।

কসর নামায

নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা যেকোন প্রকার যানবাহনযোগে তিন দিবা-রাত্র বা তদূর্ধ্ব সময়ের পথ অতিক্রম করার মনস্থ করাকে সফর বলে। যে সফর করে তাহাকে মুসাফির বলে। মুসাফির সফরে চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকআত পড়িবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নামাযকে "কসর নামায" বলে। দুই বা তিন রাকআত ফরয এবং সুন্নতের কসর নাই। তিন দিন রাত বা তদূর্ধ্ব পথের অধিক দূর যাইয়া ১৫ দিনের কম সময় সেখানে অবস্থান করিলে তবেই কসর পড়িবে। মুসাফির মুকীমের (স্বগৃহের বাসিন্দা) পিছনে নামায পড়িলে চারি রাকআতই পড়িবে। কিন্তু মুকীম মুসাফিরের পিছনে নামায পড়িলে ইমাম দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাইবে ও মোকতাদী অবশিষ্ট নামায চুপে চুপে আদায় করিবে। মুসাফির চারি রাকআত বিশিষ্ট নামায কসর না করিয়া পুরা আদায় করিলে তাহার নামায হইবে না। কসরের হুকুম অমান্য করিলে গোনাহগার হইবে। মুসাফিরের জন্য রমযান মাসে সফরজনিত কারণে কষ্ট না হইলে রোযা রাখা জায়েয, কষ্ট হইলে রোযা ভঙ্গ করার সুযোগ রহিয়াছে।

রেল, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদিতে চলন্ত অবস্থায় বসিয়া আর নৌকা জাহাজ ইত্যাদি তীরে থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তীর সংলগ্ন ভূমি নামাযের জন্য অসুবিধাজনক হওয়া বা নিকটে কোন মসজিদ না থাকা ইত্যাদি কারণ ব্যতীত নৌকা বা জাহাজে নামায শুদ্ধ হইবে না। দাঁড়ানো না গেলে যানবাহনে বসা অবস্থায় নামায পড়া দুরস্ত আছে।

অসুস্থ ব্যক্তির নামায

যে অবস্থায়ই হউক না কেন, ওয়াক্তমত নামায আদায় করিতে হইবে। অযু করিলে যদি পীড়া বৃদ্ধি পায় তবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িতে হইবে। দাঁড়াইতে অসমর্থ হইলে বসিয়া এবং তাহাতেও যদি অক্ষম হয় তবে পশ্চিম দিকে পা রাখিয়া চিৎ অবস্থায় মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে। যদি রুকু-সেজদা করিতে না পারে তবে বসিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। ইহাতেই পীড়িত ব্যক্তির নামায আদায় হইবে। ইশারায়ও রুকু সেজদা আদায়ে অক্ষম হইলে তখনকার জন্য বাদ রাখিয়া পরে শক্তি সামর্থ হইলে কাযা আদায় করিবে।

এশরাকের নামায

সূর্য পুরাপুরি উঠিলে দুই রাকআতের নিয়তে ৪ রাকআত নামায পড়িতে হয়। ইহাকে এশরাকের নামায বলে। নিয়ত অন্যান্য সুন্নত নামাযের মত। শুধু ওয়াক্তের নামের স্থানে সালাতিল এশরাক বলিতে হইবে।

চাশতের নামায

সাধারণত নাশতা খাওয়ার সময় অর্থাৎ বেলা এক প্রহর হইলে এই নামায পড়িতে হয়। নফল নিয়তসহ সূরা ফাতেহার সহিত অন্য যেকোন সূরা মিলাইয়া দুই দুই রাকআত করিয়া পড়িবে। এই নামায ৮ রাকআত। কাহারো কাহারো মতে ১২ রাকআত।

সালাতুয যোহা

বেলা ৯টা হইতে ১২টার পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাকআত বা তদূর্ধ্বে ১২ রাকআত পর্যন্ত এই নামায পড়া যায়। দুই রাকআতের নিয়তে পড়াই উত্তম। নিয়ত অন্যান্য নামাযের মতই। শুধু ওয়াক্তের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে।

সালাতুল আউয়াবীন

ইহা নিম্নে ৬ রাকআত এবং ঊর্ধ্বে বিশ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। মাগরিবের পর আউয়াবীন নামায রীতিমত পড়িলে কবর আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইস্তেখারা নামাযের সুন্নত তরীকাসমূহ

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এভাবে সালাতুল এস্তেখারার প্রশিক্ষণ দিতেন, যেভাবে কোরআন মজিদের তা'লিম দিতেন, বলতেন, যখন তোমাকে কোন বিষয় চিন্তা-ভাবনায় ফেলে দেয়। অর্থাৎ কি করবে, কি করবে না এমনি দো-দুল্যমান অবস্থায় ফেলে দেয়। এ মতবস্থায় দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করে নিবে, আর নামায শেষে নিম্নের দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبُ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَ الْاَمْرَ - خَيْرًا لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَمَعَا شِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ اَوْخَيْرًا لِّىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ
فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَ الْاَمْرَ -
اِنْ كَانَ شَرًّالِّىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ
حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ - (ابن مجه)

অতঃপর মনে যে খেয়াল আসবে তাকেই উত্তম মনে করে কাজে হাত দিবে।
(ইবনে মাজাহ্)

ছালাতুল হাজত নামায আদায় করার ফজিলত

❒ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালার নিকট অথবা তাঁর কোন বান্দার নিকট কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তখন তার কর্তব্য ভালভাবে ওযু করে দু'রাকয়াত নফল নামায আদায় করে নিম্নের দোয়া পাঠ করা।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مُوْجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ اَسْأَلُكَ اَنْ لَّا تَدْعُ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَافَرَّجْتَهٗ وَلَا
حَاجَةً هِىَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীমু সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মোওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লী বির্‌রাও ওয়াস্‌সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন আসআলুকা আল্লা তাদউ লী যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মা ইল্লা ফার্‌রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিইয়া রিদ্বান ইল্লা ক্বাদ্বায়তাহা লী।

ছালাতুত তাসবীহ নামাযের ফজিলত

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, হে চাচাজান! আমি আপনাকে একটা উপহার দিব ? আপনাকে কি কিছু বখশিশ দিব ? আপনাকে কি দশটা জিনিসের মালিক বানিয়ে দিব ? আপনি যদি সে কাজ করেন তবে আল্লাহ পাক আপনার পূর্বাপর নতুন ও পুরাতন, ছোট, বড়, প্রকাশ্যে গোপনে করা গুনাহসমূহকে মাফ করে দিবেন, তাহল চার রাকয়াত নফল নামায ছালাতুত তাসবীহের নিয়তে নামায আদায় করবেন।

প্রতি রাকয়াতে সুরা ফাতেহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পনের বার পাঠ করা। পরে রুকুতে এ তাসবীহ দশবার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দশবার অতঃপর সেজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে উঠে দশবার পুনরায় সেজদায় গিয়ে দশবার। দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসে দশবার পাঠ করবে। সর্বমোট পঁচাত্তরবার হল। এভাবে প্রতি রাকয়াতে পঁচাত্তরবার করে চার রাকয়াত নামাযে তিনশত বার পাঠ করা। সম্ভব হলে প্রত্যহ একবার অন্যথায় প্রতি শুক্রবারে একবার, তাও না হলে প্রতি মাসে একবার, এটাও না হলে প্রতি বছরে একবার। আর এটাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও আদায় করে নিবে।

সালাতুত তাসবীহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, হে চাচাজান ! আপনি যদি পারেন প্রতিদিন এই চারি রাকআত নামায আদায় করিবেন। তা সম্ভব না হইলে প্রতি সপ্তাহে একবার, তাও যদি না হয় মাসে একবার, তাও যদি না হয় বৎসরে একবার, নচেত জীবনে একবার ত পড়িবেনই। ইহাতে আপনার জীবনের আগে পিছের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

এই নামাযের নিয়তও সুন্নত নামাযের মতই। কোন সূরাও নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু প্রতি রাকআতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩ শত বার নিম্নের তসবীহ পাঠ করিতে হইবে। প্রথম রাকআতে আলহামদুর পর সূরা পড়িয়াই ১৫ বার, তারপর রুকুতে গিয়া রুকুর তসবীহ পড়ার পর ১০ বার, রুকু হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ১০ বার, প্রথমে সেজদায় সেজদার তসবীহ পড়িয়া ১০ বার, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া ১০ বার, দ্বিতীয় সেজদার তসবীর পর ১০ বার, সেজদা হইতে উঠিয়া বসিয়া ১০ বার, সর্বমোট ৭৫ বার– এই রাকআতের ন্যায় প্রতি রাকআতে পাঠ করিয়া

নামায শেষ করিবে। ইহাতে চারি রাকআতে মোট তিনশ' বার তসবীহ পড়া হইবে। তসবীহটি নিম্নে দেওয়া গেল–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

নামাযের সূরাসমূহ

সূরা ফাতেহা (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর-রাহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈ'ন। ইহ্দিনা সসিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাজীনা আন্আ'মতা আলাইহিম; গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, পরম দাতা, দয়ালু এবং শেষ দিবসের সর্বময় কর্তা। হে আল্লাহ ! আমরা (সর্বক্ষেত্রে) একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে (সব ব্যাপারে) সাহায্য চাই। আমাদিগকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত কর। তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে, (তোমার) অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের পথে নহে। হে আল্লাহ! কবুল কর।

সূরা কদর (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আন্যাল্নাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্রি, ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদ্রি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম্ মিন্ আলফি শাহ্র। তানাযযালুল মালাইকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন্ কুল্লি আমরিন্ সালাম। হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজ্রি।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি কোরআন শরীফ শবে কদরে (সম্মানিত রাত্রে) নাযিল করিয়াছি এবং তুমি কি জান শবে কদর কি ? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহসমূহ তাহাদের প্রতিপালকের আদেশমত প্রত্যেক কার্যের জন্য নামিয়া আসে। শান্তি (বিরাজ করে) ইহাতে (অর্থাৎ এই রাত্রে) ফজর হইবার সময় পর্যন্ত।

সূরা আ'ছর (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্ আ'ছরি ; ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুস্রিন। ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াছাও বিল্হাক্কি ; ওয়া তাওয়াছাও বিছ্ছব্রি।

অর্থ ঃ মহাকাল বা যুগের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা নহে যাহারা ঈমান আনিয়াছে বা বিশ্বাস করিয়াছে, আর যাহারা কেন আমল বা সৎকর্ম করিয়াছে এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় পরস্পরকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, আর ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে।

সূরা ফীল (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ـ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ـ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বিআছ্‌হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী- তাদলীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান্ আবাবীল। তারমীহিম বিহিজারাতিম্ মিন্ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কাআ'সফিম্ মা'কূল।

অর্থ ঃ হস্তিবাহিনীর সহিত তোমার প্রভু কিরূপ আচরণ করিলেন তাহা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই ? তিনি কি তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন নাই ? অনন্তর তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইলেন কংকর আনিয়া তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে চর্বিত তৃণের মত করিয়া দিলেন।

সূরা কুরাইশ (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ الَّذِىْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

উচ্চারণ ঃ লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম, রিহ্‌লাতাশ্ শিতায়ি ওয়াছ্ ছাইফ। ফালইয়া'বুদু রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী আত্বআ'মাহুম মিন জূ-য়ি'ওঁ ওয়া আমানামাহুম মিন্ খাউফ্।

অর্থ ঃ কুরাইশরা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে শীত ও গ্রীষ্মে বাণিজ্যযাত্রায়। অনন্তর তাহাদের এই কাবা ঘরের প্রভুর এবাদত করা উচিত যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে আহার দিতেছেন এবং শত্রুর ভয় হইতে নিরাপদ করিতেছেন।

সূরা মাউন (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ ـ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আরাআইতাল্লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্দীন, ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল্ ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আ'লা ত্বোআমিল্ মিস্কীন, ফাওয়াইলুল্লিল্ মুসাল্লীন। আল্লাযীনা হুম্ আনসালাতিহিম্ সাহুন। আল্লাযীনা হুম্ ইউরাউনা ওয়া ইয়াম্‌নাউ'নাল্ মাউন।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে কেয়ামতকে মিথ্যা জ্ঞান করে ? অনন্তর সে ব্যক্তি যে অনাথকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং দরিদ্রকে অন্ন প্রদান করিতে উৎসাহ দান করে না ; অনন্তর সেই নামাযীদের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম (ওয়ায়ল দোযখ), যাহারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যাহারা নামাযের প্রদর্শনী করে এবং (প্রতিবেশীদিগকে) নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করে না।

সূরা কাফিরূন (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ـ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া-আইয়্যুহাল্ কাফিরূন, লা- আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা- আ'বুদ। ওয়া লা- আনা আ'বিদুম্ মা- আ'বাত্তুম। ওয়া লা- আনতুম আ'বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম্ দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ ! (সঃ) বলুন, হে কাফেররা ! আমি তাহার এবাদত করি না যাহার তোমরা অর্চনা কর। পক্ষান্তরে তোমরাও তাঁহার উপাসক নহ যাঁহার আমি এবাদত করি। তেমনি আমি ঐ সকল দেবতার উপাসক নহি যাহার পূজা তোমরা কর এবং তোমরা তাঁহার উপাসক নহ যাঁহার আমি এবাদত করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (নির্দিষ্ট) এবং আমার জন্য আমার ধর্ম (ইসলাম নির্ধারিত)।

সূরা কাওসার (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'ত্বাইনা কালকাওসার। ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আব্‌তার।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! নিশ্চয়ই তোমাকে আমি কাওসার (বেহেশতের হাউজ) দান করিয়াছি। অতএব আপন প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায পড় এবং কোরবানী (উৎসর্গ) কর, নিশ্চয়ই তোমার শত্রু (লেজকাটা) নিঃসন্তান।

সূরা নাসর (মদীনায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

উচ্চারণ ঃ ইযা- জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ্‌ফিরহু। ইন্নাহু কানা তাউয়াবা।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিল এবং আপনি (মুহাম্মদ) লোকদের দেখিতে পাইলেন, তাহারা আল্লাহর ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে ; তখন আপনার প্রভুর গুণগান করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।

সূরা লাহাব (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা- আবী- লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। মা আগ্‌না- আ'নহু মালুহূ- ওয়ামা কাসাব। সাইয়াসলা-নারান্ জাতা লাহাবিওঁ ওয়ামরাআতুহু, হাম্মালাতাল হাত্বাব্। ফী- জী-দিহা- হাবলুম্ মিম্ মাসাদ্।

অর্থ ঃ আবু লাহাবের হাত দুইটি ধ্বংস হউক, সে নিজে ধ্বংস হউক। তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা কিছু সে উপার্জন করিয়াছে কিছুই তাহার কাজে আসিবে না। শীঘ্রই সে শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে এবং তাহার (কাঠের বোঝা বহনকারিণী) স্ত্রীরও গ্রীবাদেশে খেজুরের আঁশ নির্মিত রশি বাঁধা থাকিবে।

সূরা এখলাস (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ্।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারও জাত নহেন; আর তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

সূরা ফালাক্ব (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ -

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররি ন্নাফ্‌ফাসাতি ফিল উ'ক্বাদ্। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ্।

অর্থ ঃ বলুন [হে মুহাম্মদ (সঃ)]! আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় চাহিতেছি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট হইতে এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হইতে, যখন উহা আচ্ছাদিত করে, আর (মন্ত্র পড়িয়া) গিঁটসমূহে ফুঁকদাত্রীদের অনিষ্ট হইতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

উচ্চারণ ঃ কুল্ আউ'যু বিরাব্বিন্নাস। মালিকি ন্নাস। ইলাহি ন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্ওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসওয়েসু ফী সুদূরি ন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ [সঃ])! আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে। মানুষের প্রভুর নিকট, মানুষের উপাস্য প্রভুর নিকট, অন্তরে সদা পলায়নপর শয়তানের প্ররোচনার অনিষ্ট হইতে, যে (শয়তান) মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়, জ্বিন ও মানুষের মধ্য হইতে।

শবে বরাতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَائَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতি লাইলাতিল বারাআতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর একবার ও সূরা এখলাস যতবার সুবিধা পড়া যায়। অথবা সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী একবার ও সূরা এখলাস তিনবার পড়িতে পারা যায়। সূরা ফাতেহার সহিত অন্য সূরা মিলাইয়া পড়িলেও কোন ক্ষতি হইবে না। দুই দুই রাকআত করিয়া মোট বার রাকআত নামায পড়িতে হয়। নামায শেষে দোআ, দরূদ, কালেমা, সূরা ইয়াসীন, সূরা আররাহমান প্রভৃতি পাঠ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

শবে বরাত এর আমল

'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'শব' এর অর্থ রাত। অতএব 'শবে বরাত' এর অর্থ মুক্তির রাত। এই রাতে আল্লাহ তায়ালা অভাব-অনটন, রোগ-শোগ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান এবং তাঁর নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তাই এ রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। শাবান মাসের ১৫ই রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতই হল এই শবে বরাত। হাদীস শরীফের আলোকে এবং ফিক্‌হের কিতাবে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী শবে বরাত উপলক্ষ্যে ৬টি আমলের কথা প্রমাণিত হয় ঃ

১। ১৪ই শাবান দিবাগত রাত জাগরণ করে নফল ইবাদত বন্দেগী, যিক্‌র-আযকার ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা। এ রাতে যেকোন নফল নামায পড় ন,

যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন– কোন নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে পড়া জরুরী নয়। যত রাকআত ইচ্ছে পড়তে পারেন। আরও মনে রাখবেন নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। একান্ত যদি ঘরে নামায পড়ার পরিবেশ না থাকে তাহলে মসজিদে পড়তে পারেন। বর্তমানে শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষ্যে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভীড় করার একটা প্রথা হয়ে গিয়েছে– এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। এর জন্য ফাতাওয়া মাহমূদিয়া দেখুন। তাই যথা সম্ভব ঘরেই ইবাদত করা উত্তম।

২। এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের পর থেকে ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আসমানে এসে মানুষকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য, রিযক চাওয়ার জন্য, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও বিভিন্ন মাকসুদ চাওয়ার জন্য আহ্বান করতে থাকেন, তদুপরি আর এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই রাতে মানুষের সারা বৎসরের হায়াত-মওত ও রিজিক-দৌলত ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে। অতএব এ রাতে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী করে দুআ করা চাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, এই রাতে নবী করীম (সাঃ) কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন, তাই এই রাতে কবর যিয়ারতে যাওয়া যায়। তবে নবী (সাঃ) কবরস্থানে একাকী গিয়েছিলেন– কাউকে সাথে নিয়ে আড়ম্বর সহকারে যাননি। তাই এ রাতে দলবল নিয়ে সমারোহ না করে আড়ম্বরের সাথে না গিয়ে নীরবে কবর যিয়ারতেও যাওয়া যায়।

৪। নবী (সাঃ) মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন। এটা ইছালে সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ রাতে মৃতদের জন্য দুআ করা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতেও ইছালে সওয়াব করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কিছু দান খয়রাত করে বা কিছু নফল ইবাদত বন্দেগী করে তার সওয়াব মৃতদেরকে বখশে দেয়া। এরূপ করাও উত্তম হবে।

৫। পরের দিন অর্থাৎ, ১৫ই শাবান নফল রোযা রাখা উত্তম।

৬। শবে বরাতে (১৪ই শাবান দিবাগত রাতে) গোসল করাও মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ১ম খণ্ড, বেহেশতী গাওহার)

উপরোল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত শবে বরাত উপলক্ষ্যে আর বিশেষ কোন আমল কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। শবে বরাত উপলক্ষ্যে হালুয়া রুটি তৈরি করা, মোমবাতি জ্বালানো, আতশবাজী ও পটকা ফোটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলো প্রথা, বিদআত ও গোনাহের কাজ।

রোযা

রমযানের চাঁদ যে সন্ধ্যায় দেখা যায়, তাহার পরের দিন হইতে পরবর্তী শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পুরা একমাস রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মুসলমানের উপর ফরয। সোবহে সাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হইতে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযার নিয়ত করাও একটি ফরয। দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত না করিলে রোযা হইবে না।

রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামাযানাল মোবারাকি, ফারযাল লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।

ইফতার

সারা দিন পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া সূর্যাস্তের পর অনতিবিলম্বে ইফতার করিবে। বিনা দরকারে বিলম্বে ইফতার করা ইহুদীদের রীতি। সুতরাং অহেতুক বিলম্ব করিবে না। আর ইফতারের জন্য কোন উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীরও দরকার নাই। ইফতারের নিয়তে সামান্য কতটুকু পানি খাইয়া লইলেও চলিবে।

ইফতারের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কালুত আলা রিযকিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

রোযা কত প্রকার ও কি কি

ফরয– রমযান মাসের রোযা ফরয এবং উহার কাযাও ফরয।

ওয়াজিব– মানতী রোযা এবং যে নফল রোযা শুরু করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে তাহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

সুন্নত– মহররম মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা।

মোস্তাহাব– প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা। এই রোযাকে আইয়ামে বীয-এর রোযা বলা হয়। শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব।

নফল– উল্লিখিত দিনসমূহের রোযা ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য দিনে রোযা রাখা নফল।

হারাম– যিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ এবং দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

মাকরূহ তানযিহী– মহররম মাসে কেবল ১০ তারিখে রোযা রাখা, শুধু শুক্রবারে বা যেকোন মাত্র একদিন রোযা রাখা।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়

১। রোযা রাখিয়া ইচ্ছাপূর্বক কোন জিনিস পানাহার করিলে।

২। কোন প্রকারে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগ করিলে।

৩। সিঙ্গা দেওয়ার দরুন বা ভুলে কিছু পানাহারের পর রোযা ভঙ্গ হইয়াছে ভাবিয়া ইচ্ছাপূর্বক আহার করিলে।

রোযার কাফ্ফারা

রমযানের রোযা ভাঙ্গিলে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে নিম্নের যে কোন একটি করিতে হইবে।

(১) একজন ক্রীতদাসকে দাসত্ব বন্ধন মুক্ত করা। অথবা

(২) অনবরত ৬০ দিন রোযা রাখা বা ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দুই বেলা তৃপ্তির সহিত আহার করান বা উহার মূল্য দান করা।

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয়

১। পরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিলে। ২। মিথ্যা কথা বলিলে ; অশ্লীল কথাবার্তা বলিলে। ৩। ইফতার না করিলে।

৪। দাঁত হইতে বাহির হওয়া বুটের চাইতে ছোট জিনিস চিবাইয়া খাইলে।

৫। গরমবোধে বার বার কুলি করিলে বা গায়ে ঠাণ্ডা কাপড় জড়াইলে অথবা গড়গড়া করিলে।

তারাবীর নামাযের বিবরণ

মাসআলা ঃ নারী-পুরুষ সকলের জন্য রমজান মাসে ইশার নামাযের পর বিশ রাকআত তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। দু'রাকআত করে পড়া উত্তম, চার রাকআত শেষে চার রাকআত পড়ার সময় পরিমাণ বসা মুস্তাহাব। (শামী ২/৪৩)

আরবী নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই সালাতিত তারাবী-হ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারাবীহ্র দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়্যাত করছি। আল্লাহু আকবার।

সূরা তারাবীহ্র নিয়ম

১। সূরা তারাবীহ্র মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে কুরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়তে পারবে অথবা দ্বিতীয় রাকআতে প্রতিবারই সূরা ইখলাছ পড়লেও জায়িয আছে। (শামী ২/৪৭, দারুল উলূম ৪/২৫১)

২। সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকআত পড়ে আবার সূরা ফীল হতে নাস পর্যন্ত বাকী দশ রাকআত পড়ে নিবে। (শামী ২/৪৭)

রমযানের চাঁদ উঠিবার পর হইতে শাওয়াল মাসের চাঁদ না উঠা পর্যন্ত ১ মাস এশার নামাযের পর বেতের নামাযের পূর্বে দুই দুই রাকআত করিয়া ১০ সালামে ২০ রাকআত নামায আদায় করিতে হয়। এই নামাযকে তারাবীর নামায বলা হয়। এই নামায জামাআতের সহিত পড়া সুন্নতে মোআক্কাদায়ে কেফায়া। ওযরবশত একাও পড়া চলে। তারাবীহ নামাযে সারা রমযান মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নত। যদি ইমাম হাফেয না হন তবে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস অথবা অন্য সূরা বা আয়াত পড়িবে। এই নামায একা পড়িলে বেতেরের নামাযও একা পড়িবে। কিন্তু তারাবীর নামায জামাআতে পড়িলে অধিক সওয়াব হইবে। তারাবীহ নামাযের নিয়ত করিয়া তাহরীমা বাঁধিয়া দুই রাকআত সুন্নত নামাযের মত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

তারাবীহ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্আতাই সালাতিত তারাবীহি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীহ নামাযের দোআ

প্রতি চারি রাকআত শেষে বসিয়া নিম্নের দোআটি পড়া যায়। না পড়িলেও দোষের কিছু নাই; বরং পড়িতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ঠিক হইবে না।

سُبْحٰنَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔

উচ্চারণ ঃ সোবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি, সোবহানা যিল্ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারূতি, সোবহানাল্ মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদান, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

প্রতি চারি রাকআত শেষে উল্লিখিত দোআ পড়ার পর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়া নিম্নের দোআ পড়িয়া মোনাজাত করা যায়। বিশ রাকআত শেষে একত্রেও করা যায়। না করিলেও দোষের কিছু নাই। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে যেন জামাআতে উপস্থিত লোকজনের কষ্ট না হয়।

তারাবীহ নামাযের মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নারি, ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়াননারি, বিরাহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালেকু ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা অজিরানা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

খতম তারাবীহ্র মাসায়িল

মাসআলা ঃ রমজান মাসে তারাবীহ্র মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কুরআন শরীফ খতম করা (পড়া/শুনা) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (শামী ২/৪৬)

মাসআলা ঃ তারাবীহর খতমের মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া চাই, নতুবা শ্রোতাদের খতম পূর্ণ হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১৯)

মাসআলা ঃ নাবালেগের পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয নয়, চাই ফরয নামাযে হোক বা তারাবীহ্র নামাযে হোক। (আলমগীরী ১/১১৭)

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল লোকমা দিয়ে হাফেজকে পেরেশান করা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৮)

মাসআলা ঃ তারাবীহতে এত দ্রুত তিলাওয়াত করা যা বুঝে আসে না এরূপ তিলাওয়াত ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৭)

মাসআলা ঃ হাফেজ সাহেব ভুলে গিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে অথবা বৈঠকে তাশাহ্হুদের আগে বা পরে চিন্তা করতে থাকেন এবং এর মধ্যে এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। (ফাতওয়া দারুল্ উলূম ৪/২৫৭)

মাসআলা ঃ কোন আয়াত ভুলে থেকে গেলে বা ভুল পড়া হয়ে থাকলে পরবর্তী রাকআতে বা পরবর্তী তারাবীহ নিয়তে পড়ে নিতে হবে, নতুবা খতম পূর্ণ হবে না। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৯৪)

মাসআলা ঃ খতমের দিন তারাবীহ্র মধ্যেই খতম করার পর শেষ রাকআতে সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্র মধ্যে খতমের সময় সূরা এখলাছ তিনবার পড়া মাকরূহ। অর্থাৎ শরীয়তের বিশেষ নিয়ম মনে করে এরূপ আমল করা মাকরূহ। (হালাবী, আহসানুল ফাতওয়া ৩/৫০৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্র মধ্যে সূরা وَالضُّحٰى থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা মাকরূহ। নামাযের বাইরে এরূপ আমল করা যায়। (দারুল উলূম ৪/২৫০)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্র বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়িয নয়, তবে হাফেজ সাহেবের যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৬৩, ২৮৯)

মাসআলা ঃ বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আট রাকাআত নয়। (দারুল উলূম ৪/২৬৯, ২৮৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্র নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। মহিলাদের তারাবীহ্-র জামাআত করা মাকরূহ তাহরীমী। দুররে মুখতার ৯৮, দারুল উলূম ৪/২৬৬)

মাসআলা ঃ প্রতি চার রাকআত তারাবীহ্র পর এবং বিশ রাকাআতের পর বিতরের পূর্বে চার রাকআত পরিমাণ বিশ্রাম করা মুস্তাহাব। জামাআতের লোকদের কষ্ট হওয়ার বা জামাআতের লোক সংখ্যা কম হওয়ার আশংকা হলে এত সময় বিশ্রাম করবে না বরং কম করবে। (বেহেশতী গাওহার)

মাসআলা ঃ এই বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা, তাসবীহ তাহলীল, তিলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়িয। আমাদের দেশে যে সোবহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে ...... তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়িয, তবে তাই পড়া জরুরী নয় বরং এই দুআ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর চেয়ে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা মুস্তাহাব। এবং এসব দুআ চিৎকার করে নয় বরং নিরবে কিংবা গুনগুন শব্দে পড়া নিয়ম। (ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৭১)

তারাবীহ্র মুনাজাত সম্পর্কে মাসয়ালা

মাসআলা ঃ প্রত্যেক চতুর্থ রাকআতে মুনাজাত করা জায়েয আছে কিন্তু বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে দুআ করাই উত্তম। (বাংলা বেহেশতী জেওর ১ম খণ্ড) তবে কোথাও প্রতি চার রাকআতের পর মুনাজাত করলে কঠোরভাবে তাতে

বাধা দেয়া কিংবা না করা হলে মুসল্লীগণের পক্ষ থেকে ইমামকে করার জন্য হুকুম দেয়া সংগত হয়। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৭১)

মাসআলা ঃ যদি কেউ মসজিদে এসে দেখে এশার জামাআত হয়ে গিয়েছে এবং তারাবীহ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন তিনি একা একা এশা পড়ে নিয়ে তারপর তারাবীহ্র জামাআতে শরীক হবে। ইত্যবসরে যে কয় রাকআত তারাবীহ ছুটে গিয়েছে তা তিনি তারাবীহ ও বেতর জামাআতের সাথে আদায় করার পর পড়বেন। (ফাতাওয়া দারুলূ উলূম ৪/২৫২)

মাসআলা ঃ কেউ এসে দেখল বিতরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে এমতাবস্থায় এশার নামায আদায় করে বিতরের জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। তারপর তারাবীর নামায আদায় করবে। তেমনিভাবে এশার নামায আদায় করে তারাবীহ কয়েক রাকআত ছুটে গেলে বিতরের নামায জামাআতে আদায় করে বাকী তারাবীহ নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৫২)

তারাবীহ্র নামাযের রাকআতে ভুল হলে

মাসআলা ঃ তারাবীহর নামাযে দু'রাক্আতের পর বৈঠক ছাড়াই তৃতীয় রাক্আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তিন রাক্আত পূর্ণ করে সেজদাহ সাহু আদায় করতঃ নামায শেষ করে তাহলে তিন রাক্আতের সবই বিফলে যাবে। শেষ বৈঠক আদায় না করার কারণে প্রথম দু'রাকআত ফাসিদ হয়ে যাবে এবং বাকী এক রাক্আত কোন কাজে আসবে না। এই অবস্থায় তারাবীহ দুই রাকআত নামায পুনরায় পড়তে হবে এবং স্বতন্ত্রভাবে আরো দুই রাকাত নফল পড়তে হবে। কারণ নফল নামাযে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে গেলে আরো দু'রাকাত নামায ওয়াজিব হয়ে যায়। (শামী ২/৩২,আলমগীরী ১/১১৩)

মাসআলা ঃ আর যদি দুই রাকাতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে তৃতীয় রাকাতের জন্য ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায়। তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে প্রথম দুরাকাত তারাবীহ হিসেবে শুদ্ধ হবে। তৃতীয় রাকাত বিফলে যাবে। তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে যাবার দরুন ঐ ব্যক্তির উপর আরো দুই রাকাত নফল নামায ওয়াজিব হবে। (কাযীখান, আলমগীরী ১/২৪০-২৪১)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে দাঁড়িয়ে চার রাকাত আদায় করে তাহলে পূর্ণ চার রাকাত তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে। সেজদা সাহু ওয়াজিব হবে না। (শামী ২/৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১২)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদের জন্য না বসে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালে সেজদাহ করার আগে স্মরণ আসলে বসে যাবে। সেজদা সাহু আদায় করে নামায শেষ করবে। (আলমগীরী ১/১১৩)

আর তৃতীয় রাকাতের জন্য সেজদা করে নিলে চতুর্থ রাকাত মিলিয়ে সেজদা সাহু আদায় করে সালাম ফিরাবে। এই অবস্থায় শেষ দু'রাকাত তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম দু'রাকাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, শেষ বৈঠক ফরয। প্রথম দুরাকাতের পর ফরয বৈঠক আদায় হয় নাই।

শবে কদরের নামায

"শবে কদরের রাত্র হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" – (কোরআন)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন– তোমরা রমযান মাসের বিশ তারিখের পর বিজোড় তারিখের রাতসমূহে শবে কদর খোঁজ কর। অনেক মতভেদ থাকিলেও প্রবল মত অনুযায়ী ২৭ রমযানের রাতই শবে কদর।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও আন্তরিকতার সহিত এই রাতে এবাদত করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার আমলনামায় হাজার মাসের এবাদতের সওয়াব লিখিয়া দিবেন।

কোন অসুবিধা বা শারীরিক ক্ষতির আশংকা না থাকিলে এই রাতে মাগরিবের পরে গোসল করা ভাল। এশা ও তারাবীহ্ শেষে দুই রাকআত করিয়া কমপক্ষে ১২ রাকআত বা তদূর্ধ্বে যত রাকআত খুশী পড়িবে।

শবে কদরের নামাযের নিয়ত শবে বরাতের নামাযের নিয়তের মতই। শুধু লাইলাতিল বারাআতের পরিবর্তে "লাইলাতিল কাদরি" বলিবে।

শবে কদর এর ফযীলত ও করণীয়

'শবে কদর' কথাটি ফারসী। এর আরবী হল 'লাইলাতুল কদর'। শব ও লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। আর কদর শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়। কিম্বা কদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে যেহেতু পরবর্তী এক বৎসরের হায়াত-মওত, রিজিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ, লওহে মাহফুজ থেকে তা নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করা হয়) তাই এ রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়।

লাইলাতুল কদর এর ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (আল-কুরআন)

মাসআলা ঃ রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে, যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। ২৭শে রাতের কথা বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ শবে কদরে নফল নামায, তিলাওয়াত, যিক্‌র ইত্যাদি যে কোন ইবাদত করা যায়। কত রাকআত নফল বা কি কি সূরা দিয়ে পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট নেই– যত রাকাত ইচ্ছা, যে সূরা দিয়ে ইচ্ছা পড়া যায়। শবে কদরের নামাযের বিশেষ কোন নিয়াত নেই– ইশার পর ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত যে নফল পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে, তাই নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়াতে নামায পড়লে চলে।

মাসআলা ঃ নফল নামায যেহেতু ঘরে পড়া উত্তম, তাই এ রাতেও ঘরের মধ্যে নামায পড়লে উত্তম হবে। তবে একান্তই ঘরে নামাযের পরিবেশ না থাকলে তিনি মসজিদে গিয়ে পড়বেন।

মাসআলা ঃ শবে কদরে বিশেষভাবে দুআ কবুল হয়ে থাকে, তাই এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা চাই।

মাসআলা ঃ রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে শবে কদরে বিশেষভাবে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুব্বুন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

মাসআলা ঃ যে শবে কদর চিনতে পারবে তার জন্য শবে কদরে গোসল করা মুস্তাহাব। (দুররুল মুখতার, বেহেশতী গাওহার)

ঈদুল ফেতরের নামায

রমযান মাস শেষ হইলে শাওয়ালের নূতুন চাঁদ উঠিবার দিনই ঈদুল ফেতর। এই দিন সূর্য উদয়ের পর হইতে দ্বি-প্রহরের পূর্বে জামাআতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সহিত দুই রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফেতরের দিন প্রাতঃকালে মেসওয়াক করিয়া গোসল করিবে। তারপর সুগন্ধি ব্যবহার করত যথাসাধ্য উত্তম ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিবে। এরপর কিছু মিষ্টান্ন পানাহার করিবে এবং রোযার ফেতরা আদায় করিবে। রোযার ঈদে নামায আদায়ের উদ্দেশে ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু মিষ্টান্ন দ্রব্য খাওয়া সুন্নত। ঈদগাহে যাইতে আসিতে নিম্নলিখিত তাকবীর মনে মনে পড়িবে। ঈদগাহে যাইতে এক পথে এবং বাড়ীতে ফিরার সময় অন্য পথে ফিরিবে, ইহা সুন্নত।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুওআল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল ফেতর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا لْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ঈদিল ফিত্‌রে মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতে ওয়াজিবুল্লাহি তাআলা এক্বতাদাইতু বিহাযাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহার নামায

বৎসরের দ্বিতীয় ঈদ হইল ঈদুল আযহা। এই নামায যিলহজ্জ চাঁদের ১০ তারিখ সূর্য উদয়ের পর দ্বি-প্রহরের পূর্বে জামাআতের সহিত আদায় করিয়া কোরবানী করিতে হয়। অনিবার্য কোন কারণে যিলহজ্জের দশ তারিখে কোররবানী করা না গেলে তের তারিখে আসরের ওয়াক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোররবানী করা যাইবে। ইহার পরে কোরবানী দুরস্ত হইবে না।

ঈদুল আযহা নামাযের নিয়ত ঈদুল ফেতরের মতই, শুধু ঈদুল ফেতরের পরিবর্তে "ঈদুল আযহা" বলিতে হইবে।

জানাযার নামাযের বর্ণনা

মাসআলা ঃ প্রসিদ্ধ ফিকাহবিগণের মতে জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। কাজেই জীবিতদের কতিপয় যদি তা আদায় করে, সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি জীবিতদের কেউই আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। (আলমগীরী ১ ঃ ১৬২)

মাসআলা ঃ জানাযা নামাযের হাকীকত হল মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট 'মাগফিরাতের দুআ' করা। জীবিতদের মধ্যে যারা মৃত্যু সংবাদ শুনবে তাদের উপরই তা ফরযে কিফায়া হিসেবে বর্তায়। (বেহেশতী জেওর)

মাসআলা ঃ জানাযা নামাযে জামাআত শর্ত নয় ; তাই ইমাম একা একা নামায পড়লেও তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হবে। (আলমগীরী ১/১৬২)

জানাযা নামাযের রুকন দু'টি ঃ

১। চারবার তাকবীর বলা, ২। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। (নূরুল ইযাহ)

মাসআলা ঃ কোন ওজর ছাড়া উপবিষ্ট এবং বাহনে আরোহিত অবস্থায় জানাযার নামায শুদ্ধ নয়।

মাসআলা ঃ সওয়ারী থেকে অবতরণ করে নীচে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা না থাকলে এবং কাদা বা অন্য কোন কারণে কষ্টকর হলে আরোহিত অবস্থায় নামায পড়া শুদ্ধ হবে।

জানাযার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাতি ফারযুল কেফায়াতি, আসসানাও লিল্লা-হি তাআলা ওয়াসসালাতু আলান নাবিয়্যি ওয়াদদোআউ লিহা-যাল মাইয়্যেতি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জানাযা স্ত্রীলোকের হইলে লিহাযাল মাইয়্যেতে না বলিয়া 'লিহাযিহিল মাইয়্যেতে' বলিতে হইবে। নিয়ত করিয়া প্রথম তাকবীর বলিয়া তাহরীমা বাঁধিয়া ইমাম-মোক্তাদী সকলেই সানা ও পরবর্তী তিন তাকবীরে নিম্নের দোআগুলি পড়িবে। সানা ও দোআসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল—

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা সমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলা-হা গাইরুকা।

সানার পর তাহ্‌রীমা না ছাড়িয়া ইমাম সশব্দে দ্বিতীয় তাকবীর বলিবেন এবং ইমাম মোক্তাদী সকলে নিম্নের দরূদ শরীফ পড়িবেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয়া তারাহহামতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

তারপর পূর্ণ বয়স্ক লোকের জানাযা হইলে তৃতীয় তাকবীরে নিম্নলিখিত দোআ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ . وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা গফির লি-হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলামি ওয়া মান্ তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমানি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই দোআর পর হাত না উঠাইয়া চতুর্থ তাকবীর বলিবে এবং ডানে বামে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

জানাযা নাবালেগ ছেলের হইলে তৃতীয় তাকবীর বলিয়া নিম্নের দোআ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারতাওঁ ওয়াজআলহু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজআলহু লানা শাফিআওঁ ওয়া মুশাফফাআ।

নাবালেগা মেয়ে হইলে তৃতীয় তাকবীর বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

মৃত ও জানাযা নামাযের সুন্নতসমূহ

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, একজন মৃত ব্যক্তির হাত ভেঙ্গে গেলে সে এতটা আঘাত পায় যে, সে জীবিতকালে যেরূপ আঘাত পেয়ে থাকে। (মিশকাত)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যা মুমূর্ষ ব্যক্তি পাঠ করলে তার জান কবজ আল্লাহর রহমতে অতি সহজ হবে। কালেমাটি নিম্নে দেয়া হলো ঃ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দিবে এবং তার ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ৪০টি কবীরা গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি মুর্দাকে কবরে রাখবে সে যেন তাকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত বাস করার উপযোগী একটি বাসস্থান দান করল। (তিবরানী)

যে ব্যক্তি মুর্দারকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতের পোশাক পরাবেন। (হাকেম)

জানকবযের পরে চক্ষুদ্বয় খোলা থাকলে বুজিয়ে দিতে হবে। ঠোঁট খোলা থাকলে তা বুজিয়ে দিতে হবে। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সোজা করে দিতে হবে। মুর্দারের হাত-পায়ের অঙ্গুলী বাঁকা থাকলে তা সোজা করে দিবে।

মুর্দাকে গোসল দেয়া ফরজে কেফায়া। ইহা দু-চারজন লোকে সমাধা করলে সকলের পক্ষ হতে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

কবর জেয়ারত-এর ফায়দা

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কোরআন পাঠ দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণের কবরকে আলোকিত রাখ।" ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করা তাহার অন্ধকার কবরের বাতিস্বরূপ।

হাদীস শরীফে আছে—মুরদাকে দাফন করিয়া ফিরিবার পথে লোকগণ এই পরিমাণ দূরে আসিলেই তাহাকে কবরে জীবিত করিয়া দেওয়া হয় যে, সে কবরে থাকিয়া বাহিরের মানুষের পায়ের শব্দ শুনিতে পায়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজে বহু কবরস্থানে দাঁড়াইয়া মুরদাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন। (মুস্‌লিম)

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের কবর জেয়ারত করা সন্তানগণের উপর একটি দাবী। জেয়ারতের ফলে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মার বিশেষ উপকার হয় এবং জেয়ারতকারীর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তদুপরি প্রায়ই কবর জেয়ারত করিলে নিজের মউতের কথাটি স্মরণ থাকে।

একদা কোন একজন ওলী-আল্লাহ্ গভীর রাত্রিতে একটি কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় সেইখানে কতগুলি লোক দেখিতে পাইলেন। সেই লোকগুলির কথা-বার্তায় বুঝা গেল যে, তাহারা পরস্পরের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন করিতেছে। তিনি তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা বলিল,—"আমরা এই কবরস্থানেরই মুরদা।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা পরস্পরের মধ্যে কি বণ্টন করিতেছিলে ? তদুত্তরে তাহারা বলিল, —"গত সপ্তাহে আল্লাহ্‌র একজন বান্দা এই কবরস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনবার 'কুলহুআল্লাহ" পড়িয়া উহার সাওয়াব আমাদের সকলের নামে বখ্‌শাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা এইখানে সত্তরজন মুরদা এক সপ্তাহ যাবত সেই সাওয়াব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতেছি। (আঃ ওয়্যাযেজীন)

হাদীস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানে গিয়া এগারবার সূরা 'এখ্‌লাছ' পড়িয়া উহার সাওয়াব সেই কবরস্থানের মুরদাগণের জন্য বখ্‌শাইয়া দেয়, ঐ কবরস্থানে যতগুলি মুরদা আছে, সে ততটি সাওয়াব লাভ করিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানে একবার 'সূরা ফাতেহা', 'কুল্‌হুওয়াল্লা ও 'আল্‌হা-কুমুত্ তাকাসুর' পড়িয়া অতপর এই কথা বলে—"হে খোদা! আমি তোমার পবিত্র কালাম হইতে যাহা কিছু পাঠ করিলাম, উহার সাওয়াব এই কবরস্থানের সকল মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ মুরদার উপর বখ্‌শিয়া দিলাম", কেয়ামতের দিন সেই সকল মুরদা আল্লাহ্ তায়া'লার, দরবারে সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিবে। —(দায়লামী)

হযরত আনাস্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যদি কেহ কোন কবরস্থানে গিয়া সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করে তাহা হইলে সেই কবরস্থানে কোন কবরবাসীর উপর শাস্তি হইতে থাকিলে 'সূরা ইয়াসীনের' বরকতে তাহার শাস্তি রহিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, তাহার আমলনামায় সেই কবরস্থানের মুরদার সমান সংখ্যক নেকী লিপিবদ্ধ করা হইবে। (কানযঃ)

বায়হাক্বী শরীফে আছে—যে ব্যক্তি বিশেষ করিয়া শুক্রবার দিনে তাহার পিতা-মাতার কবর জেয়ারত করিয়া তাহাদের মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোয়া করিবে, আল্লাহ্ তায়া'লা সেই দোয়া কবুল করিবেন এবং সেই ব্যক্তিই পিতা-মাতার বাধ্য সন্তানরূপে পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীলোকগণ কবর জেয়ারত করিতে যাওয়া দুরুস্ত নাই। হাদীসে আছে—জেয়ারতকারিনী স্ত্রীলোকগণের উপর আল্লাহ্ তায়া'লা লা'নৎ করিয়াছেন।"

জামাআতে নামায আদায় করা

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ যা ওয়াজিবের সমপর্যায়ভুক্ত।

১। মাসআলা ঃ একজন লোক ইমাম হয়ে এবং অন্যান্য লোক তার মুক্তাদী হয়ে (অনুসরণ করে) নামায পড়াকে জামা'আতে নামায পড়া বলে। লোক অভাবে ইমাম ছাড়া একজন মুক্তাদী হলেও জামা'আত হয়ে যাবে।

(ফতুয়া আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২)

২। মাসআলা ঃ জামা'আত সহীহ হবার জন্য শুধু ফরয নামায হওয়া শর্ত নয়; বরং নফল নামাযও যদি দু'জনের একজনে অপরের অনুসরণ করে নামায পড়ে, তাহলে জামাআত হয়ে যাবে, ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক বা মুক্তাদি নফল পড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। অবশ্য নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়ার অভ্যস্ত হওয়া অথবা মুক্তাদী তিন জনের অধিক হওয়া মাকরূহ। (বেহেশতী জেওর)

জামা'আতের ফযীলত ও গুরুত্বের বর্ণনা

জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে। এখানে আমরা মাত্র দু'একটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে কখনো জামা'আত তরক করেননি। এমনকি রুগ্ন অবস্থায় যখন তিনি নিজে হেঁটে মসজিদে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখনও তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করেছেন, তবুও জামা'আত তরক করেননি। জামা'আত তরককারীদের ওপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত ক্রোধ হত। তিনি জামা'আত তরককারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। নিঃসন্দেহে শরীআতে মুহাম্মাদীতে জামাআতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং করাও যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের শান বা মর্যাদা এটাই চায় যে, যেসব কাজ দ্বারা তার পূর্ণতা লাভ হয় তারপ্রতি এরূপ উন্নত ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী। আমরা এখানে মুফাস্সিরীন ও ফকীহগণ যে আয়াত দ্বারা জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করেছেন, তা উল্লেখ করার পর কতিপয় হাদীস বর্ণনা করছি।

আয়াত ঃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (কুরআনের বহু টীকাকার এ আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন,) "নামায আদায়কারীদের সাথে মিলে নামায আদায় কর।" কেউ কেউ এ আয়াতের তাফ্সীর এভাবে করেছেন, "মস্তক অবনতকারীদের সাথে মিলে মস্তক অবনত কর।" অতএব জামা'আতের সাথে নামায পড়া ফরয না হয়ে ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

১। হাদীস ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, একাকী নামায পড়ার থেকে জামা'আতের সাথে নামায পড়লে, সাতাশগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একাকী নামায পড়া অপেক্ষা অন্য এক ব্যক্তির সাথে মিলে নামায পড়া অধিক উত্তম। দু'জনের সাথে মিলে নামায পড়া আরও বেশি উত্তম। এভাবে যত অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা তত অধিক পছন্দনীয় হবে। (তিরমিযী)

৩। হাদীস ঃ আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, বনী সালমার লোকগণ তাঁদের পুরান বাড়ি (মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল বলে তা) পরিত্যাগ করে মসজিদে নববীর সন্নিকটে বাড়ি তৈরি করতে মনস্থ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর অবগত হয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন, "আপনারা যে আপনাদের বাড়ি থেকে অধিক কদম ফেলে (অধিক কষ্ট করে) মসজিদে আসেন, এর প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে যে সাওয়াব পাওয়া যায়, তা কি আপনাদের জানা নেই? (অতপর তাঁরা একথা শুনে তাঁদের পুরান বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না।) (মুসলিম)

এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মসজিদে যতদূর থেকে (যত কষ্ট করে) আসবে, ততই অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। (অবশ্য নিজের মহল্লায় মসজিদ থাকলে, সে মসজিদের হক বেশি। সুতরাং সেখানে জামা'আত না হলেও সেখানেই আযান-ইক্বামত বলে নামায পড়তে হবে। (শামী, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা : ১৯০)

৪। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এশার নামাযের পর যারা জামা'আতে শরীক ছিল, নিজের সে সব সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নামাযের অপেক্ষায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তাও নামাযের হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়।"

৫। হাদীস ঃ একদিন এশার জামা'আতে হুযূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আসতে কিছু দেরী হয়েছিল। যেসব সাহাবী জামা'আতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, অন্যান্য লোক তো নামায পড়ে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আপনারা যে জামা'আতে নামায পড়ার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন, (আপনাদের সময় বেকার যায়নি) যতটুকু সময় এ জামাআতে নামায পড়ার অপেক্ষায় আপনাদের ব্যয় হয়েছে, তা সবই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়েছে। (অর্থাৎ এ সময়ে নামায পড়লে যতখানি সওয়াব পাওয়া যেত, নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকাতেও সে সওয়াব পাওয়া যাবে।)

৬। **হাদীস ঃ** নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেছেন– "যারা অন্ধকার রাতে জামা'আতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসবে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণ আলো দান করা হবে।"

৭। **হাদীস ঃ** হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে, তাকে অর্ধ রাতের ইবাদাতের সওয়াব দেয়া হবে এবং যে এশা ও ফজর দু' ওয়াক্তের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে, সে পূর্ণ রাতের ইবাদাতের সওয়াব পাবে।

৮। **হাদীস ঃ** হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা জামা'আতে হাজির হয় না তাদেরকে (তিরস্কারার্থে) বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, কতগুলো লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দেই, তারপর আযান দেয়ার হুকুম দেই। অতপর অন্য একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে নামায পড়াবার হুকুম দিয়ে আমি মহলআয় গিয়ে যারা জামা'আতে হাজির হয়নি তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেই। (বেহেশতী জেওর)

জামাআতে নামায পড়ার উপকারীতা

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন ঃ

জামা'আতে নামায পড়ার হেকমত সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আলেমগণ অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) মুহাদ্দিসে দেহ্লুভীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। শাহ্ সাহেবের পবিত্র ভাষায় ওগুলো শুনতে সক্ষম হলে পাঠকবৃন্দ পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার কারণে আমি এখানে শাহ্ সাহেবের বর্ণনার সারমর্ম নিচে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন ঃ

১। এটাই একমাত্র উত্তম পন্থা যে, কোন ইবাদাতকে মুসলিম সমাজে এমনভাবে সাধারণ প্রথায় প্রচলিত করে দেয়া, যেন তা একটা অত্যাবশ্যকীয় হিতকর ইবাদাতে পরিগণিত হয় এবং পরে বর্জন করা চিরাচরিত অভ্যাস বর্জনের ন্যায় অসম্ভব ও দুঃসাধ্য হয়। ইসলামে একমাত্র নামাযই সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সুতরাং নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে, বিশেষ ব্যবস্থাপনার সাথে আদায় করা উচিত। একমাত্র জামা'আতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

২। এক ধর্মে বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে। মূর্খও থাকে এবং জ্ঞানীগুণীও থাকে। সুতরাং এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সকলে একস্থানে একত্রিত হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এ ইবাদাতকে আদায় করবে। কারো যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, অন্যে দেখে তা সংশোধন করে দেবে। যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত একটা অলংকার বিশেষ, সকল নিরীক্ষকরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, আর এতে কোন দোষ থাকলে তা বলে দেয়, আর যা ভাল হয় তা পছন্দ করে। নামাযকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করার এটা একটা উত্তম পন্থা।

৩। জামাআতে হাযির না হওয়ার কারণে, যারা বে-নামাযী তাদের অবস্থাও প্রকাশ হয়ে যাবে। এতে তাদের নামায পড়ার জন্য ওয়াজ-নছীহত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪। কতিপয় মুসলমান একত্রিত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নিকট দো'আ প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহর রহমত নাযিল ও দো'আ কবুল হবার একটা আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৫। এ উম্মাত দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীতে সমুন্নত করা এবং কুফরকে অধপতিত করা, ভূ-পৃষ্ঠে কোন ধর্ম যেন ইসলামের ওপর প্রাধান্য না পায়। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন এ নিয়ম নির্ধারিত হবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট, মুকীম ও মুসাফির, ছোট ও বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ ইবাদাত পালন করার জন্য এক স্থানে সমবেত (একত্রিত) হবে এবং ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ করবে। এসব যুক্তিতে শরীআতের পূর্ণ দৃষ্টি জামা'আতের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে, তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং জামা'আত ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৬। জামা'আতে এ উপকারিতাও রয়েছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। একে অপরের বিপদে-আপদে শরীক হতে পারবে, যার ফলে, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ সাধন ও তার দৃঢ়তা লাভ হবে। এটা শরীআতের একটা মহান উদ্দেশ্যও বটে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এ যুগে জামা'আত তরক করাটা যেন, একটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের তো কথাই নেই, আমাদের অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী আলেমকেও এ গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখা যায়। পরিতাপের বিষয় যে, তাঁরা হাদীস পড়ে এবং অর্থও বুঝে, অথচ জামা'আতে নামায পড়ার কঠোর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলো তাদের প্রস্তর থেকেও কঠিন হৃদয়ে কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না। কাল কিয়ামতের দিন মহা বিচারক আল্লাহর

সামনে যখন নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হবে, আর তার অনাদায়কারীদের এবং অপূর্ণ আদায়কারীদের জিজ্ঞেস করা শুরু হবে, তখন তারা কি জবাব দেবে ?

(বেহেশতী জেওর)

নামাযের কাতার করার নিয়ম

১। মাসআলা ঃ যুদি মুক্তাদী একজন হয়, বয়স্ক পুরুষ হোক বা নাবালেগ বালক হোক, তবে সে ইমামের ডান পাশে ইমামের সমান বা কিঞ্চিৎ পিছনে দাঁড়াবে। যদি বাম পাশে বা ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়ায়, তবে মাকরূহ হবে।

(মারাক্বিউল ফালাহ ও তাহ্ত্বাহী, পৃষ্ঠা : ১৬৬)

২। মাসআলা ঃ একাধিক মুক্তাদী হলে ইমামের পিছনে (সেজদা পরিমাণ জায়গা মাঝখানে রেখে) কাতার করে দাঁড়াতে হবে। (কাতার করার নিয়ম এই যে, প্রথমে একজন ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াবে, তারপর একজন ডানে, একজন বামে, এভাবে ক্রমাগত আগের কাতার পূর্ণ করে, তারপর দ্বিতীয় কাতারও উক্ত নিয়মে পূর্ণ করবে।) যদি দু'জন মুক্তাদী হয় এবং একজন ইমামের (সমান) ডান পাশে আর একজন বাম পাশে দাঁড়ায়, তবে মাকরূহ তান্যীহী হবে। কিন্তু দুয়ের অধিক মুক্তাদী ইমামের পাশে দাঁড়ালে, মাকরূহ তাহরীমী হবে। কেননা, দু'য়ের অধিক মুক্তাদী হলে, ইমাম মুক্তাদিদের আগে দাঁড়ান ওয়াজিব। (তাহত্বাবী, পৃষ্ঠা : ১৬৭)

৩। মাসআলা ঃ নামায শুরু করার সময় মাত্র একজন পুরুষ লোক মোক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আরও কয়েকজন মুক্তাদী এসে হাযির হল। এমতাবস্থায় প্রথম মুক্তাদীর (আস্তে আস্তে পা পিছনের দিক সরিয়ে) পিছনে সরে আসা উচিত, যাতে সকল মুছল্লী মিলে ইমামের পিছনে কাতার করে দাঁড়াতে পারে। যদি নিজে পিছনে না সরে, তবে আগন্তুক মুছল্লীগণ আস্তে হাত দিয়ে তাকে পিছনের কাতারে টেনে আনবে। যদি মাসআলা না জানা বশত আগন্তুক মুছল্লিগণ তাকে পিছনে না টেনে, তারা নিজেরা ইমামের ডান ও বাম পাশে দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম আস্তে (এক কদম) আগে বাড়িয়ে দাঁড়াবেন। (কিন্তু সিজদার জায়গা থেকে আগে যাবেন না,) যাতে আগন্তুক মুক্তাদীগণ প্রথম মুক্তাদীর সাথে মিলে এক কাতারে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে পারে। যদি পিছনে জায়গা না থাকে, তবে মুক্তাদীর অপেক্ষা না করে ইমামেরই আগে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকেরা যেহেতু সাধারণত শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে কম অবগত থাকে, কাজেই মোক্তাদীকে পিছনে টেনে আনতে চেষ্টা করা উচিত নয়। এতে সে হয়ত এমন কোন কাজ করে ফেলতে পারে, যার ফলে তার নামাযই ফাসেদ হয়ে যেতে পারে। বরং ইমামকেই আগে বাড়া শ্রেয়।

(মারাক্বিউল ফালাহ, পৃষ্ঠা : ১৭৮)

৪। মাসআলা ঃ যদি একজন মহিলা বা একজন নাবালিকা মেয়ে ইমামের সাথে ইক্তেদা করে, তবে সে ইমামের পাশে দাঁড়াবে না, তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে, একাধিক মহিলা বা নাবালিকা মেয়ে হলেও ইমামের পিছনেই দাঁড়াতে হবে। (সে ইমামের স্ত্রী, মেয়ে, মা বা বোন যে-ই হোক না কেন।)

(তাহত্বাবী পৃষ্ঠা : ১৭৯)

৫। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক হয় অর্থাৎ কিছু পুরুষ, কিছু নাবালেগ বালক, কিছু পর্দানশীল মহিলা এবং কিছু বালিকা হয় ; তবে ইমাম তাদের এ নিয়ম ও তরতীব অনুসারে কাতার করতে হুকুম করবেন– প্রথমে বয়স্ক পুরুষগণের, তারপর নাবালেগ পুরুষগণের, তারপর পর্দানশীল মহিলাদের, তারপর নাবালিকাদের কাতার হবে। (মারাক্বিউল ফালাহ্ পৃষ্ঠা : ১৭৮)

৬। মাসআলা ঃ কাতার সোজা করা, টেরা-বেঁকা হয়ে না দাঁড়ানো এবং মাঝে ফাঁক না রেখে পরস্পর গায়ের সাথে গা মিশে দাঁড়ানো ওয়াজিব, এর জন্য মুক্তাদীগণের আদেশ ও হেদায়াত করা ইমামের ওপর ওয়াজিব এবং মুক্তাদীগণের সে আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের টাখনু গিরার সাথে টাখনু গিরা মিলিয়ে বরাবর করবে, কারো পা লম্বা বা খাট হওয়া বশত আঙ্গুল আগে পিছে থাকলে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। [(তাহ্ত্বাবী) বেহেশহী জেওর]

জামাআতে শরীক হওয়ার নিয়ম

ইমামের সাথে যে রাকআতের রুকূ' পাওয়া যাবে, সে রাকআ'ত পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু যদি রুকূ না পাওয়া যায়, তবে সে রাকআত পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। (কিন্তু এমতাবস্থায়ও জামাআতে শরীক হতে হবে, পরে আবার সে রাকআত পড়ে নিতে হবে।) (ফতুয়ায়ে হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড পৃ: ১১৯)

জামাআতে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআত ছুটে গেলে মোক্তাদীর করনীয় ঃ

এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এবং ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত একাকী পড়ে নিবে। প্রথমে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অতঃপর সূরা ফাতেহা এবং অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত যথা নিয়মে শেষ করবে।

দ্বিতীয় রাকআতেও রুকূর পর শরীক হলে দুই রাকআতই অনাদায়ী রয়ে গেল। এমতাবস্থায় প্রথম রাকআত উল্লেখিত নিয়মে আদায় করে দ্বিতীয় রাকআত বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা এবং যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ সেজদা করে যথা নিয়মে নামায শেষ করতে হবে।

জোহর, আসর এবং এশার জামাআ'তের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলেঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করেছে। কিন্তু তার প্রথম রাকআত অনাদায়ী রয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত উল্লেখিত ফজরের প্রথম রাকআতের নিয়মে পড়বে।

জোহর, আসর এবং এশার তৃতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করল। এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর প্রথমে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত আদায় করে দাড়াবে। অতঃপর বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে যথারীতি রুকূ সেজদা করে নামায শেষ করবে।

জোহর, আসর এবং এশার চতুর্থ রাকআতে শরীক হলে ঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে শুধু চতুর্থ রাকআত আদায় করল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআত অনাদায়ী রয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু... (আবদুহু ওয়ারাসূলুহু পর্যন্ত) পাঠ করবে। অতঃপর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাড়িয়ে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু-সেজদা করে পুনরায় দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ্ ও শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করে যথা নিয়মে রুকু-সেজদা করে নামায শেষ করতে হবে।

মাগরিবের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

ইমামের পেছনে মোক্তাদীর ৩য় রাকআত আদায় হল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে প্রথম রাকআত আদায় করে বসে যাবে। কেননা ইমামের সাথে এক রাকআত এবং একাকী রাকআত মোট দুই রাকআত আদায় হল। প্রতি দু রাকআতের পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব এ নিয়মের ভিত্তিতে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া

রাসূলুহু পর্যন্ত) পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর যথারীতি শেষ রাকআত আদায় করে নামায শেষ করবে।

রমযান মাসে বিতরের নামায জামাআতে আদায় করা হয়। সুতরাং বিতরের নামাযের ছুটে যাওয়া রাকআতসমূহ মাগরীবের নামাযের নিয়মেই আদায় করতে হবে।

জুমআর দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

জুমআর প্রথম রাকআত ছুটে গেলে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু-সেজদা করে যথারীতি সালাম ফিরায়ে ছুটে যাওয়া ১ম রাকআত আদায় করবে।

জুমআর দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পর শরীক হলে উভয় রাকআতই ছুটে গেল। তখন ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহা, অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ সেজদা করে দাঁড়িয়ে যাবে। প্রথম রাকআত আদায় হল। তারপর বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ-সেজদা করে যথারীতি নামায শেষ করতে হবে।

জানাযার নামাযে তাকবীর ছুটে গেলে ঃ

পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করতে হবে। ইমাম সাহেব যখন তাকবীর বলবেন তখন ইমামের সাথে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হতে হবে। তারপর ইমাম সাহেব নামায শেষ করে যখন সালাম ফিরাবেন তখন ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। যেহেতু জানাযার তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাই শুধু ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো একাকী বলে নিজে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে। দোয়াসমূহ পড়তে হবে না।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ২য় রাকআতে শরীক হলে ঃ

ইমাম সাহেব ঈদের দুই রাকআত নামায পড়াচ্ছেন। মোক্তাদী ২য় রাকআতে শরীক হলেন। প্রথম রাকআত ছুটে গেল, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর প্রথমে সোবহানাকা আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা ও যে কোন একটি সূরা পাঠ করে তিনবার তাকবীর বলতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাতে হবে। তারপর ৪র্থ তাকবীরে রুকূতে যেতে হবে এবং রুকূ সিজদা করে যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

১। রাসূলে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত থাকিবে। সেই ব্যক্তি যেই কোন দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

২। যেই কোন সৎ উদ্যেশে এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ্ পাক পাঠকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।

৩। পাগল ও জ্বিনগ্রস্ত লোকের উপরে এই সূরা পাঠ করিয়া দম করিলে রোগী অচিরেই আরোগ্য লাভ করিবে।

৪। বিপদাপদ ও রোগ-শোকে এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ পাক মুক্তি দান করিবেন।

৫। রোগী বা বিপদগ্রস্তের গলায় এই সূরার লিখিত তাবিজ বেঁধে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। হাদীস শরীফে আছে, এই সূরা একবার পাঠ করিলে দশবার কোরআন শরীফ খতম করিবার সওয়াব লাভ হয় এবং পাঠকের সকল গোনাহ্খাতা মা'ফ হয়।

৭। আরেক হাদীসে আছে, সূর্যোদয়ের সময় এই সূরা পড়িলে পাঠকের সকল প্রকার অভাব দূরীভূতঃ হইবে এবং সে ধনী হইবে।

৮। হাদীসে আরো আছে, রাতে শোয়ার আগে এই সূরা পড়িলে সকালে নিষ্পাপ অবস্থায় ঘুম হইতে জাগ্রত হইবে।

৯। মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট বসিয়া এই সূরা পাঠ করিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা কম হয়। কবর যিয়ারতকালে এই সূরা পাঠ করিলে কবরের আযাব কম হয়।

১০। সর্বদা এই সূরা পড়িলে বিচার দিবসে এই সূরা আল্লাহর নিকট পাঠকের মুক্তির জন্য শাফাআতের সুপারিশ করিবে।

১১। এই সূরা পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইলে বাহিরে থাকা অবস্থায় কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

১২। এই সূরায় কোরআনের সকল গুণের সমন্বয় সাধিত হওয়ায়, রাসূল (দঃ) ইহাকে কোরআন মজীদের অন্তঃকরণ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৩। এই সূরা পাঠকারী কখনও ঈমানহারা হইয়া মৃত্যু বরণ করিবে না।

মক্কাবতীর্ণ | আয়াত-৮৩ | রুকু-৫

সূরা ইয়াসীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ * اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ *

ইয়া-সীন। ওয়াল কুর্আনিল্ হাকীম। ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্সালীন।

আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। জ্ঞানপূর্ণ কোরআনের কসম। নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্যতম।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ *

'আলা সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম। তান্যীলাল্ আযীযির্ রাহীম।

আপনি সরল-সোজা পথের উপর অবস্থিত রহিয়াছেন। মহাপরাক্রান্ত দয়াময় (কোরআন) নাযিল করিয়াছেন।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ * لَقَدْ

লিতুন্যিরা ক্বাওমাম্ মা উন্যিরা আবাউহুম ফাহুম্ গাফিলূন্। লাক্বাদ্

যেন আপনি সেই সম্প্রদায়কে ভয় দেখান, যাহাদের বাপ-দাদাকে ভয় দেখানো হয়নি ; প্রকৃতপক্ষে তাহারা গাফেল বে-খবর ছিল।

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ * اِنَّا

হাক্বাল্ ক্বাওলু 'আলা আকসারিহিম ফাহুম্ লা ইউ'মিনূন্। ইন্না

নিশ্চয়ই তাহাদের অধিকাংশের উপর তাকদীরের বিধান সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না। নিশ্চয়ই আমি

جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ

জায়া'লনা ফী আ'নাক্বিহিম্ আগ্লালান্ ফাহিয়া ইলাল্ আয্ক্বানি ফাহুম

তাহাদের গলায় জিঞ্জির বাঁধিয়া দিয়াছি, পরে তা তাহাদের থুত্নি পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে, অতঃপরও তাহারা

مُّقْمَحُوْنَ * وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ

মুক্বমাহূন। ওয়া জা'য়ালনা মিম্ বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন

শির উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এবং আমি তাহাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর ও

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ * وَسَوَآءٌ

খালফিহিম্ সাদ্দান ফাআগ্‌শাইনাহুম্ ফাহুম লা ইউব্‌ছিরূন। ওয়া সাওয়াউন্

পশ্চাতে একটি প্রাচীর করিয়া দিয়াছি, পরে আমি তাহাদেরকে ঢাকিয়া দিয়াছি যাহাতে তাহারা দেখিতে না পায়। এবং তাহাদের পক্ষে এটা সমান কথা

عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ *

আলাইহিম্ আ আন্‌যার্‌তাহুম্ আম্ লাম তুন্‌যিরহুম্ লা ইউ'মিনূন।

আপনি তাহাদেরকে ভয় দেখান অথবা না দেখান, তাহারা ঈমান আনিবে না

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

ইন্নামা তুন্‌যিরু মানিত্তাবা'আয্‌যিকরা ওয়া খাশিয়াররাহ্‌মানা বিল্‌গাইব।

আপনি কেবল তাহাকেই ভয় দেখাইবেন যেই (ভাল) উপদেশ অনুসারে চলে এবং না দিখিয়াও রহমানুর, রাহীমকে ভয় করে।

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ * اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ

ফাবাশ্‌শিরহু বিমাগ্‌ফিরাতিওঁওয়া আজ্‌রিন্ কারীম্। ইন্না নাহ্‌নু নুহ্‌য়িল্

অতএব, আপনি তাহাকেই মাগফেরাত এবং সম্মানজনক সওয়াব সম্বন্ধে সুসংবাদ দিন। নিশ্চয়ই আমি জিন্দা করি।

الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ

মাওতা ওয়া নাক্‌তুবু মা ক্বাদ্দামূ ওয়া আসারাহুম, ওয়া কুল্লা শাইয়্যিন্

মুর্দাকে এবং তাহারা যা আগে পাঠাইয়াছি তাহা এবং তাহাদের নিশানা ও পদাঙ্কসমূহ লিপিবদ্ধ করি ; এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ই

اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ * وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا

আহ্‌ছাইনাহু ফী ইমামিম্ মুবীন। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাসালান্

প্রকাশকারী। যাহা আসল কিতাবে (লওহে মাহ্‌ফুজে) সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি। এবং আপনি তাহাদের নিকট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।

اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ * اِذْ اَرْسَلْنَآ

আছহাবাল্ ক্বারইয়াতি। ইয্ জাআহাল্ মুর্‌সালূন। ইয্ আর্‌সাল্‌না

সে শহরবাসীদের, যখন তথায় রাসূলগণ আগমণ করিয়াছিলেন। যখন আমি তাহাদের নিকট পাঠাইলাম।

اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا

ইলাইহিমুস্‌নাইনি ফাকায্‌যাবূহুমা ফায়া'য্‌যায্‌না বিসালিসিন্ ফাক্বালূ

দুইজনকে, তখন তাহারা উভয়কে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তারপর আমি তৃতীয়ের দ্বারা তাহাদের উভয়কে শক্তিশালী করিলাম। তখন তাহারা বলিলেন,

اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ * قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

ইন্না ইলাইকুম্ মুর্‌সালুন। ক্বালূ মা আন্‌তুম ইল্লা বাশারুম্ মিসলূনা

নিশ্চয়ই, আমরা তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।

وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ *

ওয়া মা আন্‌যালার্ রাহ্‌মানু মিন্ শাইয়্যিন্ ইন্ আন্‌তুম ইল্লা তাক্‌যিবূন।

এবং দয়াময় (আল্লাহ) কোন বিষয়ই নাযিল করেননি, তোমরা এইসব মিথ্যা বলিতেছ।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ * وَمَا عَلَيْنَآ

ক্বালূ রাব্বুনা ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম্ লামুর্‌সালূন। ওয়া মা 'আলাইনা

(প্রতি উত্তরে) তাঁহারা বলিলেন, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন যেই, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল। এবং আমাদের দায়িত্ব হইল।

اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ * قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ

ইল্লাল্ বালাগুল্ মুবীন। ক্বালূ ইন্না তাত্বাইয়ারনা বিকুম লাইল্লাম্

খোলাখুলিভাবে তাঁহার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। তাহারা বলিয়া ছিল, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিতেছি ; যদি তোমরা তোমাদের কাজে ও কথায় ক্ষান্ত না হও।

تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ *

তানতাহূ লানারজুমান্নাকুম্ ওয়া লাইয়ামাস্‌সান্নাকুম্ মিন্না আ'যাবুন্ 'আলীম্।

তবে নিশ্চয়, আমরা তোমাদেরকে পাথর মারিয়া ধ্বংস করিয়া দিব এবং আমাদের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করিবে।

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

ক্বালূ ত্বায়িরুকুম মা' য়াকুম্ আইন্ যুক্‌কির্‌তুম্ বাল্ আন্‌তুম্ ক্বাওমুম্

তাহারা বলিল, তোমাদের নহুছত (কুলক্ষণ) তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে এই জন্যই তোমাদেরকে নসীহত করা হইয়াছে ; তোমরাই সে সম্প্রদায় যারা

مُّسْرِفُونَ * وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَى

মুস্‌রিফূন। ওয়া জাআ মিন্ আক্বছাল্ মাদীনাতি রাজূলুইঁ ইয়াস্‌য়া'

সীমা অতিক্রমকারী। অতঃপর শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসিয়া বলিতেছিল,

قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا

ক্বালা ইয়াক্বাওমিত্তাবিউ'ল্ মুরসালীনা। ইত্তাবিউ' মাল্ লা ইয়াস্‌আলুকুম আজ্‌রাওঁ

হে আমার জাতি! তোমরা এই রাসূলগণের অনুসরণ কর। তোমরা তাহাদেরই হেদায়েত মত চল, যাঁহারা তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান চান না।

وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

ওয়া হুম্ মুহ্‌তাদূন। ওয়া মা-লিয়া লাআ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী

এবং তাঁহারাই সুপথগামী। এবং আমার কি হইয়াছে যেই আমি তাঁহার এবাদত করিব না ? যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ * ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ

ওয়া ইলাইহি তুর্‌জাউ'ন। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী আলিহাতান্ ইইঁয়্যু রিদ্‌নির

অথচ আমাকে তাঁহারই দিকে যাইতে হইবে। তবে কি আমি তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন মা'বুদগণকে গ্রহণ করিব ? যদি

الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

রাহ্‌মানু বিদুর্‌রিল্ লা তুগ্‌নি আন্নী শাফা-আতুহুম্ শাইয়্যাওঁ

সেই দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদের সুপারিশ আমার জন্য কিছুমাত্র কাজে আসিবে না।

وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۔ إِنِّيْ إِذًا لَّفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ * إِنِّيْ آمَنْتُ

ওয়ালা ইউন্‌ক্বিযূন। ইন্নী ইযাল লাফী দ্বালালিম্ মুবীন। ইন্নী আমান্‌তু

এবং তাহারা আমাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আমি তখন প্রকাশ্য ভ্রান্তিতেই নিপতিত হইব। নিশ্চয় আমি ঈমান আনিলাম।

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ * قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يٰلَيْتَ

বিরাব্বিকুম্ ফাস্‌মাউ'ন। ক্বীলাদ্‌খুলিল্ জান্নাতা ক্বালা ইয়া লাইতা

তোমাদের প্রতিপালকের উপর, (যদি নিষ্কৃতি চাও) তবে আমার বাণী শ্রবণ কর। (এবং ঈমান আন) তাহাকে বলা হইল যেই, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিল হায় ! যদি

قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ * بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ

ক্বাওমী ইয়া'লামুন্। বিমা গাফারালী রাব্বী ওয়া জায়ালানী মিনাল্

আমার জাতি ইহা জানিত যেই, আমার প্রতিপালক, আমাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

الْمُكْرَمِيْنَ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْۢ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ

মুক্‌রামীন। ওয়া মা আন্‌যাল্‌না 'আলা ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুনদিম্

এবং আমি এরপরে তাহার জাতির উপর কোন সৈন্যদল প্রেরণ করি নাই।

مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ * إِنْ كَانَتْ

মিনাস্‌সামায়ি ওয়া মা কুন্না মুন্‌যিলীন। ইন্ কানাত্

আকাশ হইতে এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না। অথচ তা এক

إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ * يٰحَسْرَةً عَلَى

ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ ফাইযাহুম্ খা-মিদূন্। ইয়া হাস্‌রাতান 'আলাল্

বজ্রধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহাতেই তাহারা বেহুশ অবস্থায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। আফ্‌সোস !

الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ *

ই'বাদি মা ইয়া' তীহিম মির্ রাসূলিন্ ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন।

সেই বান্দাগণের প্রতি, তাহাদের নিকট এমন কোন রাসূল্ই আসেননি যাঁহাদেরকে নিয়ে তাহারা ঠাট্টা-উপহাস করেনি।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ

আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্‌লাক্‌না ক্বাব্‌লাহুম মিনাল্ কুরূনি আন্নাহুম্

তাহারা কি লক্ষ্য করেনি যেই, আমি তাহাদের পূর্বে কত যুগ-যুগান্তর হতে (কত দলকে) ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ * وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا

ইলাইহিম্ লা ইয়ারজিঊন'। ওয়া ইন্ কুল্লুল্লাম্মা জামীউল্লাদাইনা

নিকট আর ফিরে আসিবে না। তাহাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যেই, আমার নিকট উপস্থিত হইবে না' নিশ্চই তাহাদের

مُحْضَرُوْنَ ۞ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنٰهَا

মুহ্‌দারূন। ওয়া আ-ইয়াতুল্লাহুমুল্ আরদুল্ মাইতাতু আহ্‌ইয়াইনাহা

সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। নিশ্চয়ই মৃত্যু ভুমিও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন-আমি তাহাকে জিন্দা করি।

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ * وَجَعَلْنَا فِيْهَا

ওয়া আখ্‌রাজ্‌না মিন্‌হা হাব্বান ফামিন্‌হু ইয়া'কুলূন। ওয়া জায়ালনা ফীহা

এবং তাহাতে শস্য উৎপাদন করি, তারপর তাহারা তাহা হইতে খাদ্য পায়। এবং আমি তাহাতে

جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ

জান্নাতিন মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জার্‌না ফীহা মিনাল্ উয়ূন।

খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ করে দিয়াছি এবং আমি তাহাতে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি।

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ *

লিয়া'কুলূ মিন সামারিহী ওয়া মা আমিলাত্‌হু আইদীহিম আফালা ইয়াশ্‌কুরূন।

যেন তাহারা তার ফল ভক্ষণ করিতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা এর কোনটিই তৈরী করা হয় নাই, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে না ?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

সুব্‌হানাল্লাযী খালাক্বাল্ আয্‌ওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্‌বিতুল্ আর্‌দু

তিনিই পাক, যিনি ভুমি হইতে উদ্‌গত সকল প্রকার উদ্ভিদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতেও (স্ত্রী-পুরুষ)

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ * وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ

ওয়ামিন আনফুসিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামুন। ওয়া আইয়াতুল লাহুমুল্ লাইলু

এবং তাহারা যা জানে না তা হইতেও (সামুদ্রিক জীবজন্তু) ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রিও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন।

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ * وَالشَّمْسُ

নাসলাখু মিন্‌হুন্ নাহারা ফাইযাহুম্ মুয্‌লিমুন্। ওয়াশ্‌শামসু

আমি তাহা হইতে দিনকে অপসারন করি' এরপরে তাহারা আঁধারে ঢাকা পড়ে যায়। এবং সূর্য

تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ *

তাজ্‌রী লিমুস্‌তাক্বার্‌রিল্লাহা যালিকা তাক্বদীরুল্ আযীযিল্ আলীম।

তাহার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘুরিতেছে, এটাও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর (আল্লাহর) বিধান।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

ওয়াল্ ক্বামারা ক্বাদ্দার্নাহু মানাযিলা হাত্তা 'আদা কাল্উরজূনিল্ ক্বাদীম।

আর আমি চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থান সমূহ নির্ধারিত করে দিয়াছি এই পর্যন্ত, যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে সে হইয়া যায় পুরাতন খেজুর শাখার মতক্ষীণ।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ

লাশ্শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা আন্ তুদ্রিকাল্ ক্বামারা ওয়ালাল্লাইলু

(চলার পথে) সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না এবং রাত্র দিনকে

سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ * وَاٰيَةٌ لَّهُمْ

সাবিকুন্নাহারি ওয়া কুল্লুন্ ফী ফালাকিইঁ ইয়াস্বাহূন। ওয়া আইয়াতুল্লাহুম্

অতিক্রম করিতে পারে না আর প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এবং তাহাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে,

اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ * وَخَلَقْنَا

আন্না হামাল্না যুর্রিইয়্যাতাহুম ফিল্ ফুল্কিল্ মাশহূন। ওয়া খালাক্বনা

আমি তাহাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ নৌকায় উঠাইয়া ছিলাম (নূহ (আঃ) এর সময়) এবং আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ * وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ

লাহুম মিম্ মিসলিহী মা ইয়ার্কাবূন। ওয়া ইন্নাশা' নুগরিক্বহুম্

তাহাদের জন্য নৌকার মত আরও বহু জিনিস, যাহাতে তারা আরোহণ করিয়া থাকে। এবং আমি যদি চাহিতাম, তাহলে তাহাদেরকে ডুবাইয়া দিতে পারিত।

فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ * اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا

ফালা ছারীখা লাহুম ওয়ালাহুম্ ইউনক্বাযূন্। ইল্লা রাহ্মাতাম্ মিন্না

অতঃপর কেউ তাহাদের আর্তনাদে সাড়া দিবে না এবং তাহারা মুক্তিও পাইবে না। কিন্তু এটা আমারেই রহমত (সেই রহমতহেতু)

وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ * وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ

ওয়া মাতায়ান্ ইলা হীন। ওয়া ইযাক্বীলা-লাহুমুত্তাকূ মা বাইনা

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে পার্থিব জীবনের এই উপভোগ প্রদান করিলাম এবং যখন তাহাদেরকে বলা হইল, তোমরা ঐ আয়াতকে ভয় কর, যাহা

اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ * وَمَا تَاْتِيْهِمْ

আইদীকুম্ ওয়া মা খালফাকুম্ লায়া'ল্লাকুম্ তুরহামুন। ওয়া মা তা'তীহিম্ মিন আইয়াতিম্

তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা তোমাদের পিছনে আছে। যেন তোমরা রহমত লাভ করিতে পার। এবং তাহাদের কাছে এমন কোন নির্দেশ আসেনি তাহাদের

مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

মিন্ আইয়াতি রাব্বিহিম্, ইল্লা কানূ 'আন্হা মু'রিদ্বীন।

প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে, তাহারা যাহাতে বিমুখ হয়নি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুম আন্‌ফিকূ মিম্মা রাযাক্বাকুমুল্লাহু ক্বালাল্লাযীনা কাফারু

এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয় যেই, আল্লাহ তোমাদেরকে যেই রেযেক দান করিয়াছেন তাহা হইতে খরচ কর। তখন কাফেররা।

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ

লিল্লাযীনা আমানূ আনুত্বই'মু মাল্লাওঁ ইয়াশাউল্লাহু আত্বয়া'মাহু

মুমিনদেরকে বলে, আমরা কেন এমন লোককে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ চাইলে খাবার দিতে পারেন?

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ * وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا

ইন্ আন্তুম ইল্লা ফী দ্বালালিম্ মুবীন। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা হাযাল্

অবশ্যই তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছ। এবং তাহারা বলিল, বলতো কখন সংঘটিত হইবে।

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ * مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً

ওয়া'দু ইন কুন্‌তুম্‌ ছাদ্বিক্বীন। মা ইয়ান্‌যুরুনা ইল্লা ছাইঁহাতাওঁ

সেই ওয়াদা (আযাব ইত্যাদি), যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছেন) তাহারা অপেক্ষা করিতেছে মাত্র।

وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ * فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

ওয়াহিদাতান্‌ তা'খুযুহুম্‌ ওয়াহুম ইয়াখিস্‌সিমূন। ফালা ইয়াস্‌তাত্বীউনা

একটি ধ্বংস ধ্বনির, যা তাহাদেরকে তখনই ধরবে যখন তাহারা বিতর্কে মশগুল থাকিবে। অথচ তাহারা তখন কোন অবসরও পাইবে না।

تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَنُفِخَ

তাওসিয়াতাওঁ ওয়ালা ইলা আহ্‌লিহিম ইয়ার্‌জিউন। ওয়া নুফিখা

অসিয়ত করার এবং পরিবার-পরিজনের দিকে ফিরেও যেতে পারিবে না। এবং যখন শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া হইবে।

فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ

ফিছ্‌ছুরি ফাইযাহুম্‌ মিনাল্‌ আজ্‌দাসি ইলা রাব্বিহিম্‌

তখন তাহারা নিজ নিজ কবর হইতে উঠে নিজ রবের দিকে

يَنْسِلُوْنَ * قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا

ইয়ান্‌সিলুন। ক্বালূ ইয়া ওয়াইলানা মাম্‌ বায়াসানা মিম্‌ মারক্বাদিনা,

দলে দলে ছুটিয়া আসিবে। তাহারা বলিবে হায়। আমাদের দুর্ভাগ্য ! কে আমাদেরকে আমাদের ঘুম থেকে উঠাইয়াছে।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ * اِنْ

হাযা মা ওয়া'দার্‌ রাহ্‌মানু ওয়া ছাদাক্বাল্‌ মুর্‌সালুন। ইন্‌

এইটা (বুঝি) তাই, যাহা দয়াময় ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং রাসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন। এটা

كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا

কানাত্‌ ইল্লা ছাইঁহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্‌ ফাইযাহুম্‌ জামীউল্‌ লাদাইনা

মাত্র একটা ধ্বংস ধ্বনি হইবে, তখন তাহাদের সকলকেই আমার নিকট

مُحْضَرُوْنَ * فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ

মুহ্‌দ্বারূন। ফাল্‌ইয়াওমা লা তুয্‌লামু নাফ্‌সুন শাইয়্যাওঁ ওয়ালা তুজ্‌যাওনা

উপস্থিত হইতে হইবে। সেই দিন কাহারো প্রতি একটুও যুলুম হইবে না এবং তোমরা তাহারেই বিনিময় পাইবে।

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ * اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ

ইল্লা মা কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন। ইন্না আছহাবাল্‌ জান্নাতিল্‌ ইয়াওমা

যাহা তোমরা করিয়াছিলে। নিশ্চয়ই সেই দিন বেহেশতবাসীরা খুশীতে

شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ * هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى

ফীশুগুলিন্‌ ফাকিহূন। হুম ওয়া আয্‌ওয়াজুহুম ফী যিলালিন্‌ আলাল্‌

মশগুল থাকিবে। তাহারা ও তাহাদের বিবিগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে

الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ * لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا

আরাইকি মুত্তাকিউন। লাহুম ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়া লাহুম মা

পালঙ্কের উপর ভর দিয়ে উপবিষ্ট থাকিবে। তাহাদের জন্য সেখানে ফলপুঞ্জ হইবে এবং তাহাদের জন্য তাহা মওজুদ থাকিবে।

يَدَّعُوْنَ * سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ * وَامْتَازُوا

ইয়াদ্দাউন। সালামুন্‌ ক্বাওলাম্‌ মির্‌ রাব্বির্‌ রাহীম। ওয়াম্‌তাযুল্‌

যাহা তাহারা চায়। দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে "সালাম" বলা হইবে। এবং বলা হইবে, আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ * اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ

ইয়াওমা আইয়্যুহাল্‌ মুজ্‌রিমুন। আলাম্‌ আ'হাদ্‌ ইলাইকুম্‌ ইয়া বানী

হে গোনাহ্‌গারগণ ! হে আদম সন্তানগণ ! আমি কি তোমাদেরকে বিশেষভাবে বলিয়া দিই নাই যেই,

اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

আদামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইত্বানা ইন্নাহু লাকুম্ আদুউম মুবীন।

তোমরা শয়তানের উপাসনা করিও না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ শত্রু।

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ * وَلَقَدْ اَضَلَّ

ওয়া আনি'বুদূনী হাযা ছিরাতুম্ মুস্তাক্বীম। ওয়ালাক্বাদ্ আদ্বাল্লা

এবং যেন তোমরা আমারই এবাদত কর, এটাই সরল পথ। এবং নিশ্চয়ই সেই তোমাদিগকে গোমরাহ্ করিতেছে

مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۗ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ

মিন্‌কুম জিবিল্লান কাসীরান, আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলূন।

তোমাদের মধ্যে হইতে বহু সৃষ্টিকে। তবুও কি তোমরা বুঝিতেছ না ?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ * اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

হাযিহী জাহান্নামুল্লাতী কুন্‌তুম্ তূ'য়াদূন। ইছলাওহাল্ ইয়াওমা

এটাই সেই জাহান্নাম, যেই বিষয়ে তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। আজ তোমরা এতেই প্রবেশ কর।

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ * اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ

বিমা কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন। আল্‌ইয়াওমা নাখ্‌তিমূ 'আলা আফ্‌ওয়াহিহিম

যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে। আজ আমি তাহাদের মুখসমূহে মোহর মেরে (বন্ধ করে) দিব।

وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا

ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম ওয়া তাশ্‌হাদু আর্‌জুলুহুম বিমা কানূ

এবং তাহাদের হাতগুলি আমার সামনে কথা বলিবে এবং তাহাদের পা সমূহ সাক্ষ্য দিবে সেই বিষয়ে, যাহা তাহারা

يَكْسِبُوْنَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ

ইয়াক্‌সিবূন। ওয়ালাওনাশা-উ লাত্বামাস্‌না আলা আ'ইউনিহিম্

অর্জন করিয়াছিল এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের চোখগুলি উপড়ে দিতাম (অন্ধ করে দিতাম)।

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ * وَلَوْ نَشَاءُ

ফাস্‌তাবাকূছ ছিরাতা ফাআন্না ইউব্‌সিরূন। ওয়ালাও নাশা-উ

যখন তাহারা পথ চলার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহারা কিরূপে দেখিতে পাইত ? এবং আমি যদি ইচ্ছা করিতাম

لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا

লামাসাখ্‌নাহুম্ আলা মাকানাতিহিম্ ফামাস্‌তাত্বাউ মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা

তবে তাহাদের ঘরেই তাহাদের আকৃতি বদলে দিতাম, তখন তাহারা না সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত, আর না

يَرْجِعُوْنَ * وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ اَفَلَا

ইয়ার্‌জিউন। ওয়া মান্ নু'য়াম্মির্‌হু নুনাক্কিস্‌হু ফিল্ খাল্‌কি আফালা

পিছনের দিকে ফিরে আসিতে পারিত এবং আমি যাহাকে বৃদ্ধ করি, তাহার সৃষ্টিতেই পরিবর্তন করিয়া দেই, তথাপি কি

يَعْقِلُوْنَ * وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ

ইয়া'ক্বিলূন। ওয়ামা আল্লামনাহুশ্ শি'রা ওয়ামা ইয়াম্‌বাগী লাহু ইন

তাহারা বুঝিতেছে না ? এবং, আমি তাঁহাকে শের (কবিতা) শিক্ষা দেইনি এবং এটা তাহার জন্য শোভনীয়ও নয়,

هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ * لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

হুয়া ইল্লা যিক্‌রুওঁ ওয়াকোর্‌আনুম্ মুবীন। লিয়ুন্‌যিরা মান্ কানা হাইয়্যাওঁ

এটা তাহাদের পক্ষে খাঁটি নসীহত এবং সুস্পষ্ট কোরআন। যেন সেই ভয় দেখায় তাহাদের, যাহাদের জানা আছে।

وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

ওয়া ইয়াহিক্কাল্ ক্বাওলু আ'লাল্ কাফিরীন। আওয়া লাম্ ইয়ারাও আন্না

এবং কাফেরদের প্রতি সেই বাক্য (আযাব) যেন প্রমাণিত হয়। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যেই, আমি

خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا

খালাক্বনা লাহুম মিম্মা' আমিলাত আইদীনা আন'আমান্ ফাহুম লাহা

তাদের জন্য আমাদেরই হাত দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তাহারাই

مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا

মালিকূন। ওয়া যাল্লালনাহা লাহুম ফামিন্হা রাকূবুহুম ওয়া মিন্হা

সেগুলির মালিক। এবং সেগুলিকে তাহাদের করে দিয়েছি তাহাদের কতগুলির উপর তাহারা আরোহণ করে এবং কতগুলি

يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط أَفَلَا

ইয়া'কুলূন। ওয়া লাহুম ফীহা মানাফিউ ওয়া মাশারিবু আফালা

খায় এবং তাহাদের জন্য এইগুলিতে অনেক উপকার ও (পুষ্টিকর) পানীয় রহিয়াছে। তথাপি কেন,

يَشْكُرُونَ * وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ

ইয়াশ্কুরূন। ওয়াত্তাখাযু মিন্ দূনিল্লাহি আলিহাতাল্ লাআল্লাহুম্

তাহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না ? বরং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছেন এই আশায় যেন,

يُنْصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ

ইউনছারূন্। লা ইয়াস্তাত্বীউনা নাস্রাহুম ওয়া হুম লাহুম জুন্দুম্

তাহাদের সাহায্য লাভ করিতে পারে। ওরা তাহাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা তাহাদের জন্য এক (বিরোধী)

مُحْضَرُونَ * فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا

মুহ্দ্বারূন। ফালা ইয়াহ্যুন্কা ক্বাওলুহুম ইন্না না'লামু মা

দল হইয়া দাঁড়াইবে, আর তাহাদেরকে উপস্থিত করা হইবে। আপনি তাহাদের কথায় ব্যথিত হইবেন না, নিশ্চয় আমি জানি তাহারা

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ * أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا

ইউসির্রূনা ওয়ামা ইউ'লিনূন। আওয়া লাম্ ইয়ারাল্ ইন্সানু আন্না

যাহা গোপন করে এবং যাহাই প্রকাশ করে। তবে কি মানুষ (চিন্তা করে) দেখে না যেই, আমি

خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ

খালাক্বনাহু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা হুয়া খাছীমুম মুবীন। ওয়া দ্বারাবা

তাহাকে শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর এখন সেই আমার সাথে প্রকাশ্য ঝগড়াটে এবং সেই স্থির করে।

لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ

লানা মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্ক্বাহু, ক্বালা মাইঁ ইউহ্ইল্ ইযামা ওয়া হিয়া

আমার সাদৃশ্য। আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। (তাই) সেই বলে যেই, এমন হাড়গুলিকে কে আবার জিন্দা করিতে পারিবে ?

رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ

রামীম। কুল্ ইউহ্য়ীহাল্লাযী আন্শাআহা আউওয়ালা মাররাতিও ওয়া হুয়া

যেই গুলি পঁচে গলে গেছে ? আপনি বলুন, তিনিই সেইগুলিকে পুনরায় জিন্দা করিবেন, যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই

بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * نِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

বিকুল্লি খাল্ক্বিন আলীমু। নিল্লাযী জা'য়ালা লাকুম মিনাশ্ শাজারিল্ আখ্দ্বারি

সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানী। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ (তাজা) গাছ হইতে

نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِى

নারান্ ফাইযা আন্তুম্ মিন্হু তু'ক্বিদুন। আওয়া লাইসাল্লাযী

আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তোমরা তাহা দ্বারা আগুন জ্বালাও। তিনি কি সেই সত্তা নন ?

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ

খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা বিক্বাদিরিন 'আলা আইঁ ইয়াখ্লুক্বা

যিনি আসমান যমীন্ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি

مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ * اِنَّمَآ اَمْرُهٗ

মিসলাহুম বালা ওয়া হুয়াল্ খাল্লাকুল্ 'আলীম। ইন্নামা আম্রুহু

তাদের মত (অনুরূপ মানুষ) পুনঃরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। হ্যাঁ, এবং তিনিই মহাজ্ঞানী খালেক (সৃষ্টিকর্তা), তাঁহার আদেশই এই যে,

اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

ইযা আরাদা শাইয়্যান আইঁ ইয়াকূলা লাহু কুন্ ফাইয়াকূন।

যখন্ তিনি কোন বিষয় ইচ্ছা করেন তখন ঐ সম্বন্ধে বলেন যেই হও, অমনি উহা হইয়া যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

ফাসুব্হানাল্লাযী বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্জাউন।

তিনি পাক-পবিত্র, যাঁহার হাতে সব বিষয়ের হুকুম রহিয়াছে এবং তোমরা তাঁহাই দিকে ফিরে যাইবে।

সূরা আর রাহ্মান এর ফযীলত

(১) এই সূরা নিয়মিত পাঠ করিলে কেয়ামতের দিন পাঠকের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এবং তাহার সকল দোয়া আল্লাহ কবুল করিবেন।

(২) এই সূরা সর্বদা পড়িলে পাঠকের অভাব-অনটন দূর হইয়া যায়।

(৩) একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সূর্যোদয়ের সময় এ সূরা পাটকালে 'ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুম তুকাযযিবান' পড়ার সময় আঙ্গুলি দিয়ে সূর্যের দিকে ইশারা করিলে মানুষসহ যেই কোন প্রাণী পাঠকের বাধ্যগত হইয়া যাইবে।

(৪) এই সূরা ১১ বার পাঠ করিলে যেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(৫) 'ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান' আয়াতটি তিনবার পাঠ করে বিচারকের দরবারে উপস্থিত হইলে বিচারক পাঠকের প্রতি সদয় হইবেন।

(৬) এই সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের ব্যাধি দূর হয়।

(৭) খালেস নিয়তে এই সূরা পাঠ করিলে পাঠকের জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ হইয়া যায় এবং আটটি বেহেশতের ষোলটি দরজা তার খাতিরে খুলিয়া দেওয়া হয়।

(৮) স্বপ্নযোগে এই সূরা পাঠ করিতে দেখিলে হজ্জ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

(৬) সাদা রংয়ের পাত্রে এ সূরা লিখে সেই লেখা ধৌত পানি পান করাইলে প্লীহাগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

(১০) এই সূরা নিয়মিত পড়িলে ইন্শাআল্লাহ বসন্ত রোগ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

মক্কাবতীর্ণ	সূরা আর রাহ্‌মান	আয়াত-৭৮ রুকু-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

اَلرَّحْمٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

আররাহ্‌মানু 'আল্লামাল্ কোরআন্। খালাক্বাল্ ইন্‌সানা আল্লামাহুল বায়ান।

তিনিই দয়াময় আল্লাহ, (যিনি মানুষকে) কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

আশ্‌শাম্‌সু ওয়াল ক্বামারু বিহুস্‌বানিওঁ ওয়ান্নাজ্‌মু ওয়াশ্‌শাজারু

সূর্য ও চন্দ্র গণনায় পরিচালিত রহিয়াছে এবং বৃক্ষ ও তরুরাজি। তাহাকে

يَسْجُدَانِ ـ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ *

ইয়াস্‌জুদান। ওয়াস্‌সামা'আরাফা'য়াহা ওয়া ওয়াদ্বা'আল্ মীযান।

সেজদা করিতেছে। আর (তিনি) আসমানকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং তিনি মানদন্ড কায়েম করিয়াছেন।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ * وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

আল্লা তাত্বগাও ফিল্ মীযান। ওয়া আক্বীমুল্ ওয়ায্‌না বিলক্বিস্‌তি

যেন তোমরা পরিমাপে হ্রাস-বৃদ্ধি না কর। এবং ইনসাফ ও ন্যায়-সঙ্গতভাবে ওজন ঠিক রাখ।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ * وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ *

ওয়ালা তুখ্‌সিরুল্ মীযান। ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়াদ্বায়াহা লিলআনামি।

এবং ওজনে কম করিও না। এবং তিনি পৃথিবীকে জীব-জন্তুর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন,

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ * وَالْحَبُّ

ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান্নাখ্‌লু যাতুল্ আক্‌মাম্। ওয়াল্ হাব্‌বু

তাতে ফল ও খোসযুক্ত খেজুর রহিয়াছে এবং তুষযুক্ত শস্য সমূহ।

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ * فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

যুল্'য়াছফি ওয়ার্‌রাইহান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান।

ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলসমূহ। অতএব, (হে জ্বিন ও মানব !) তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে ?

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ

খালাকাল্ ইন্‌সানা মিন্ সাল্‌সালিন কাল্‌ফাখ্‌খার। ওয়া খালাকাল্

তিনি এমন মাটি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা শুক্‌না খনখনে। এবং সৃষ্টি করিয়াছেন

الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا

জান্না মিম্ মারিজিম্ মিন্নার। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

জ্বিন জাতিকে খাঁটি অগ্নি দ্বারা। অতএব, (হে জিন ও মানব), তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের

تُكَذِّبٰنِ * رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ * فَبِاَىِّ

তুকায্‌যিবান। রাব্বুল্ মাশ্‌রিকাইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্‌রিবাইন। ফাবিআইয়্যি

কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? তিনি পূর্ব ও পশ্চিমদ্বারের প্রতিপালক ও সর্বজ্ঞ। অতএব, তোমরা

اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ

আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান্। মারাজাল্ বাহ্‌রাইনি ইয়াল্‌তাক্বিয়ান্।

স্বীয় প্রতি পালকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? তিনি সমুদ্রদ্বয় (লবণাক্ত ও মিঠা পানি) কে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, ফলে উভয়টি মিলিত হয়ে আছে,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ *

বাইনাহুমা বার্‌যাখুল্লা ইয়াবগিয়ান। ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান।

এতদুভয়ের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যেন একটি অপরটির সাথে মিলিত না হয়। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্ লু'লুউ ওয়াল্ মার্‌জান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

উভয়ের (সাগরের) ভিতর হইতে মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ বাহির হয়
অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ

তুকায্‌যিবান। ওয়া লাহুল্‌জাওয়ারিল্ মুন্‌শাআতু ফিল্‌বাহ্‌রি

অস্বীকার করিবে ? আর তাঁহারই (আয়ত্তে) রহিয়াছে জাহাজসমূহ, যা সমুদ্রে সুউচ্চ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

كَالْاَعْلَامِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * كُلُّ

কাল্‌আ'লাম। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। কুল্লু

পাহাড়ের মত। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? দুনিয়ার সব কিছুই

مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ

মান আ'লাইহা ফানিওঁ ওয়া ইয়াব্‌ক্বা ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা যুল্‌জালালি

ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং অবশিষ্ট থাকিবে একমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহত্ত্ব

وَالْاِكْرَامِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * يَسْئَلُهُ مَنْ

ওয়াল্ ইক্‌রাম। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইয়াস্‌আলুহু মান

ও দয়ার অধিকারী। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ *

ফিস সমাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি কুল্লা ইয়াওমিন্ হুয়া ফী শান্।

আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাঁর নিকট, প্রার্থনা করিতেছে সর্বদা তিনি কোন না কোন কাজে রত থাকেন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ

ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। সানাফ্‌রুগু লাকুম আইয়্যুহাস্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? আমি তোমাদের (হিসাব গ্রহণের) জন্য শীঘ্রই অবসর হইব। (হে জ্বিন ও মানব ?)

الثَّقَلٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ

সাক্বালান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইয়া মা'শারাল্ জিন্নি

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? হে জ্বিন ও

وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ

ওয়াল ইন্‌সি ইনিস্ তাত্বা'তুম্ আন্ তানফুযূ মিন্ আক্বত্বারিস্ সামাওয়াতি

মানব সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আসমানের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও.

وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

ওয়াল্ আর্‌দ্বি ফান্‌ফুযু লা তান্‌ফুযুনা ইল্লা বিসুল্‌ত্বান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

এবং (অনুরূপ) যমীনের সীমান্তও, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু সামর্থ্য ব্যতীত অতিক্রম করিতে পারিবে না এবং আমার সালতানাত, রাজ্য আধিপত্যভুক্ত তাহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা।

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ

রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইউর্‌সালু আলাইকুমা শুওয়াযুম্ মিন্

স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের উপরে (কেয়ামতের দিন) অগ্নি-শিখা ও ধূম্র নিক্ষিপ্ত হইবে।

نَارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

নারিওঁ ওয়া নুহাসুন্ ফালা তান্তাসিরান্। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

তোমরা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً

তুকায্যিবান। ফাইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ ফাকানাত্ ওয়ার্দাতান্

অস্বীকার করিবে? যখন আসমান লাল বর্ণ হইয়া কাঁটিয়া যাইবে।

كَالدِّهَانِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * فَيَوْمَئِذٍ لَّا

কাদ্দিহান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফাইয়াওমায়িযিল্ লা

যেমন লাল রঙে রঞ্জিত চামড়া। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে? অতএব, সেই মহাপ্রলয়ের দিন।

يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۤنٌّ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

ইউস্আলু আন্ যাম্বিহী ইন্সুওঁ ওয়ালা জাননুন। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

জ্বিন ও মানব তাহাদের গোনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না? অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্

تُكَذِّبٰنِ * يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ

তুকায্যিবান। ইউ'রাফুল মুজ্‌রিমূনা বিসীমাহুম্ ফাইউ'খাজু বিন্নাওয়াছী

নেয়ামত অস্বীকার করিবে? গোনাহগারগণ তাহাদের চেহারা দ্বারাই পরিচিত হইবে, অতএব, তাহাদের মাথা

وَالْاَقْدَامِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * هٰذِهٖ

ওয়াল্ আক্বদাম্। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। হাযিহী

ও পা (একত্রে) ধরে (জাহান্নামে) ফেলে দেওয়া হইবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে? এই তো সেই

جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا

জাহান্নামুল্লাতী ইউকাযযিবু বিহাল্ মুজ্‌রিমূন। ইয়াতূফূনা বাইনাহা

দোযখ যাহাকে অপরাধীরা অস্বীকার করিত। তারা ঘুরে বেড়াবে

وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ *

ওয়া বাইনা হামীমিন্ আন্। ফাবি আইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান্

দোযখ এবং ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

ওয়া লিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহী জান্নাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

এবং যেই স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য বেহেশতে দুইটি উদ্যান রহিয়াছে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবান্। যাওয়াতা আফ্নান। ফাবিআয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

অস্বীকার করিবে? উদ্যান দুইটি বহু শাখা বিশিষ্ট হইবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রভুর কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ

তুকায্যিবান। ফীহিমা আইনানি তাজ্‌রিয়ান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

অস্বীকার করিবে? উদ্যান দুইটিতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয়

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ *

রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফীহিমা মিন্ কুল্লি ফাকিহাতিন্ যাওজান।

প্রতি পালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে? (উদ্যান দুইটিতে বহু প্রকার ফলের জোড়া রহিয়াছে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * مُتَّكِـئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ

“ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিযবান। মুত্তাকিঈনা আলা ফুরুশিম্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত স্বীকার করিবে ? তাহারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়া বসিবে

بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ * فَبِاَيِّ

বাত্বায়িনুহা মিন্ ইস্তাবরাকিওঁ ওয়াজানাল্ জান্নাতাইনি দান। ফাবিআয়্যি

যার আভ্যন্তরীণ আস্তরণ পুরু রেশমের হইবে এবং উভয় উদ্যানে ফলসমূহ নিকটবর্তী হইবে। অতএব,

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ

আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফীহিন্না ক্বাছিরাতুত্ ত্বার্ফি লাম

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে। তাহাতে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন হুর-গণ থাকিবে,

يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

ইয়াত্বমিস্হুন্না ইন্সুন্ ক্বাবলাহুম ওয়ালা জাননুন। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

তাহাদেরকে তাহাদের (বেহেশতীদের) পুর্বে কোন মানব স্পর্শ করে নাই। অতএব,

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ *

রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়াকূতু ওয়ালমার্জান।

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? ওরা যেন পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল সাদৃশ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا

ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। হাল্ জাযাউল্ ইহ্সানি ইল্লাল্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? এহসানের বিনিময়

الْاِحْسَانُ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * وَمِنْ

ইহ্সান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ওয়া মিন্

এহসান ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? আর (উপরোক্ত) দুইটি

دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ *

দূনিহিমা জান্নাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান।

ব্যতীত নিম্নস্তরের আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে।

مُدْهَآمَّتٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ *

মুদ্হা-ম্মাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

সেই উদ্যান দুইটি গাঢ় সবুজ বর্ণবিশিষ্ট। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

ফীহিমা আইনানি নাদ্দাখাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

সেই উদ্যান দুইটিতে দুইটি প্রস্রবণ উচ্ছাসিত হইতে থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

ফীহিমা ফাকিহাতুওঁ ওয়ানাখ্লুওঁ ওয়ারুম্মান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

সেই উদ্যান দুইটিতে নানাবিধ ফল, খেঁজুর এবং আনার (ডালিম) থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ ـ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবান। ফীহিন্না খাইরাতুন হিসান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

অস্বীকার করিবে। তাহাতে সচ্চরিত্রা, রূপসীগণ থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ * فَبِاَىِّ

তুকায্যিবান। হূরুম্ মাক্বসূরাতুন ফীল্ খিয়াম। ফাবিআইয়্যি

অস্বীকার করিবে ? সেই নারীগণ গৌরবর্ণের হইবে এবং খীমা বা তাবু সমূহে সুরক্ষিত থাকিবে। অতএব,

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ

আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। লাম্ ইয়াত্বমিসহুন্না ইন্সুন্ ক্বাবলাহুম্

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে। তাহাদের পূর্বে তাদেরকে কোন মানব

وَلَا جَآنٌّ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * مُتَّكِئِيْنَ

ওয়ালা জাননুন্ ফাবিআয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। মুত্তাকিঈনা

ও জ্বিন স্পর্শ করেনি। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তাহারা ঠেস দিয়ে বসবে

عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ * فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ

আলা রাফরাফিন খুদ্‌রিওঁ ওয়া আবক্বারিয়্যিন হিসান। ফাবিআয়্যি আলা-য়ি

সবুজ নকশাদার অতিশয় সুন্দর কাপড়ের বিছানার উপর। অতএব, তোমরা

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ *

রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। তাবারাকাসমু রাব্বিকা-যিল্‌জালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম।

স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তোমার প্রতিপপালকের নাম অতিশয় বরকতময়। যিনি পরম দাতা, সুক্ষ্ম সৃষ্টিকর্তা, মর্যাদাসম্পন্ন ও দয়ালু।

মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খাইরি মা সাআলাকা মিনহু

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করতেছি,

نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম,

যা তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ) প্রার্থনা করেছেন।

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

ওয়া আউ'যুবিকা মিন শাররি মাস্‌তাআ'যা মিন্‌হু নাবিয়্যুকা

এবং আমি তোমার নিকট সেই সব অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি যা হতে তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ)

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ

মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম, ওয়া আন্তাল

আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই সাহায্য প্রার্থনার স্থল। তোমার নিকটেই ফরিয়াদ

الْمُسْتَعَانُ وَاِلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুস্‌তাআ'নু ওয়া ইলাইকাল্ বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি

গুনাহ হতে ফিরে থাকা এবং ইবাদতের যোগ্য হওয়ার কোনই সাধ্য আমাদের নেই। তোমার সাহায্য ব্যতীত।

হযরত আলী (রাঃ)-এর মোনাজাত

اِلٰهِىْ تُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىْ بِاِخْلَاصٍ رَّجَاءَ لِّلْخَلَاصِىْ

ইলাহী তুবতু মিন্ কুল্লিল মাআ,সী, বিইখ্‌লাছির্ রাজাআল্ লিল্‌খালাসী,

হে আল্লাহ ! আমি মুক্তির আশায় খাঁটি অন্তরে সমস্ত গুনাহ হতে তোমার নিকট তাওবা করতেছি।

اَغِثْنِىْ يَا غِيَاثَا الْمُسْتَغِيْثِيْنَ بِفَضْلِكَ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ

আগিসনী ইয়া গিয়াসাল্ মুস্‌তাগীছীনা, বিফাদ্‌লিকা ইয়াওমা ইউ'খাযু বিন্নাওয়াসী।

হে সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্য দাতা। (যেদিন মানুষ) তার ললাটদেশের মাধ্যমে দণ্ডিত হবে, সে দিন আমাকে সাহায্য করিও।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

- হে লোক সকল ! আমার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমার মনে হচ্ছে, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠানে যোগদান করা আর আমার পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে।
- শ্রবণ কর মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেল।
- মূর্খতা যুগের শোণিত প্রতিশোধ আজ হতে বিতাড়িত, মূর্খতা যুগের সমস্ত সুদ আজ হতে রহিত, আমি প্রথমে ঘোষণা করছি, আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও সকল প্রকার শোণিতের দাবী আজ হতে রহিত হয়ে গেল।
- একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেয়া যায় না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।
- যদি কোন নাক কাটা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করে দেয়া হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করতে থাকে, তাহলে তোমরা সর্বতোভাবে তার আনুগত হয়ে থাকবে, আর আদেশ মান্য করে চলবে।
- সাবধান, ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।
- স্মরণ রেখো, তোমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর নিকট এ সকল কথার জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান, তোমরা যেন আমার পর ধর্মভ্রষ্ট না হও, কাফের হয়ে পরস্পরের সাথে রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না।
- জেনে রাখ, নিশ্চয়ই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; আর সকল মুসলমানকে নিয়েই এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।
- হে লোকসকল ! শুনে রাখ, আমার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না। আমি যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন। এ বছরের পর তোমরা হয়তো আমার আর সাক্ষাৎ পাবে না। 'এলেম' উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হতে শিখে লও।
- চারটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রেখো। শেরেক করো না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না, পরসম্পদ অপহরণ করো না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।
- আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, তা দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদর্শ।
- আজ যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দিও। হয়তো অনুপস্থিতদের অনেক লোক এর দ্বারা আরো বেশী উপকৃত হবে।